CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-21 ■ 26 October, 2025 ■ আগরতলা ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ৮ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অভিনেতা সতিশ শাহ প্রয়াত

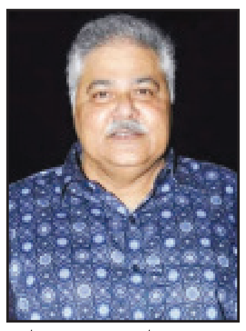

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর ।। বলিউড ও টেলিভিশন জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা সতিশ শাহ আর নেই। শনিবার ৭৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিচালক অশোক পণ্ডিত ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় তাঁর প্রয়াণের খবর নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, কিডনির সমস্যা থেকে জটিলতা বাড়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অশোক পণ্ডিত জানিয়েছেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে আমাদের প্রিয় বন্ধু এবং মহান অভিনেতা সতিশ শাহ কিডনি ফেল হওয়ার কারণে আজ কয়েক ঘণ্টা আগে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁকে তড়িঘড়ি হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। সিনেমা ও টেলিভিশন জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি।"

সূত্রের খবর, সতিশ শাহ কিছুদিন ধরেই কিডনি-সংক্রান্ত অসুস্থতায় ভুগছিলেন এবং সম্প্রতি কিডনি প্রতিস্থাপনও করেছিলেন। তাঁর ম্যানেজার জানিয়েছেন, বর্তমানে দেহটি হাসপাতালে রাখা আছে, রবিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। সতিশ শাহের কর্মজীবন প্রায় চার দশকের বেশি সময় জুড়ে বিস্তৃত। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, মুম্বই থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া থেকে অভিনয়ে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৭৮ সালে অরবিন্দ দেশাই কি অজীব দাস্তান সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।

তবে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত চরিত্র আসে ১৯৮৩ সালের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গায়ের জোর ও সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি করা যায় না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। গায়ের জোর আর সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি করা যায় না। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মানুষের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার। রাজ্যে ভয়ের রাজনীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। গায়ের জোর দিয়ে মানুষের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টাকে কোন অবস্থায় বরদাস্ত করা হবে না। আজ মান্দাই মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত কার্যকর্তা সম্মেলনে যোগদান করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমার সবসময় মনে হয় জনজাতিদের চাইতে সাহসী কেউ হতে পারে না। জনজাতিরা অনেক বেশি সাহসী। কিন্তু এই সাহসের অর্থ এই নয় যে কারোর মাথায় ডান্ডা মারা। সাহসের অর্থ হচ্ছে যেকোন বিষয়ে তার পারদর্শিতা সাহসের সঙ্গে বলা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ থাকা। যেটা জনজাতিদের মধ্যে রয়েছে। সমাজ সংস্কার, গান বাজনা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা সহ সবক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর তুলনায় একটু আলাদা জনজাতিরা। তাই জনজাতিদের এত ভয় পাওয়ার কি আছে?

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সুদীর্ঘ বছর ধরে একটা ভয়ের রাজনীতি কায়েম ছিল। এর থেকে মুক্তি পেতে হবে। ভয়ের রাজনীতি থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কমিউনিস্টরা যেখানে যেখানে রাজত্ব করেছে সেখানে খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগের দৃশ্য দেখা গিয়েছে। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় শাসন করেছে তারা। সেই জায়গায় ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর গোটা দেশে রাজনীতির পরিভাষা পাল্টে গিয়েছে। এখন ভারতবর্ষকে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। আমরাও প্রধানমন্ত্রীর দিশায় কাজ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ত্রিপুরায় একটা অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে।

ডাঃ সাহা বলেন, যেকোন জায়গায় রাজনীতি করার অধিকার আছে আমাদের। এখন রাজতন্ত্র নেই, এখন গণতন্ত্র। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে চড়িলামে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ অক্টোবর।। ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। ঘটনাটি ঘটে শনিবার গভীর রাতে চরিলাম স্কুল সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প এলাকায়। নিহতদের নাম ইন্দ্রজিৎ দাস রাকেশ দেববর্মা, রেশমি দেববর্মা। পুলিশ জানিয়েছে বিপরীতমুখী দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ছিটকে পড়ে চালক ও আরোহী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চরিলাম গৌতম কলোনি এলাকার বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ দাস ও চরিলামের রামনগর বাসিন্দা রাকেশ দেববর্মা ও রেশমি দেববর্মার। গুরুতর আহত টিটন দাস কে নিয়ে যাওয়া হয় জিবি হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে দুটি বাইকেই দ্রুতগতিতে আসছিল। সংঘর্ষে বিকট শব্দে আশপাশের লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তদন্তে নামে পুলিশ।

দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে আমবাসায় ব্যারিকেডে প্রতিমা

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। ধর্মনগরে সাংগঠনিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে আমবাসায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের কনভয় আচমকাই ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় পুলিশ। সেই মুহূর্তে ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রতিমা ভৌমিক নিজে। তাঁর আক্রমণ, স্বদলীয় ব্যারিকেডে আমাকেই আটকানো হচ্ছে। কিন্তু বনধের দিন যখন টিসিএস অফিসারদের মারধর করা হচ্ছিল, তখন ব্যারিকেড কোথায় ছিল, প্রশ্ন তুলেন তিনি।

এদিন শান্তির বাজারে সম্প্রতি সংঘটিত ঘটনাকে উল্লেখ করে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, যারা বনধ ডেকেছিল তারা সব জায়গাতেই অসভ্যতা করেছে। তারা জনজাতি সমাজের উপকারের কথা বলে। অথচ সেই সমাজকেই লোকসান করছে। তাঁর প্রশ্ন, বনধের দিন তিপরা মথার যখন পিকেটিং আটকানোর দরকার ছিল, তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? এখন আমি সাংগঠনিক কাজে যাচ্ছি, আমাকে আটকালেন কেন? প্রতিনিয়ত বিজেপির কর্মীরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু সেখানে পুলিশকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না। প্রতিমা ভৌমিকের এই ক্ষোভের জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ফুটে ওঠে প্রশাসনের প্রতি গভীর অসন্তোষ। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তাঁর সরাসরি আক্রমণ, আপনারা সরকারের অংশ নন বরং সরকারই আপনাদের অংশ হয়ে গিয়েছে। আপনারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী সুধাংশুর সোর্সমানি মন্তব্যে রাজনৈতিক বির্তক মামলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী সুধাংশু দাস—এর এক বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোড়ন। সম্প্রতি এক প্রচার মাধ্যমে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে "সোর্স মানি" গ্রহণ করেন এবং দাবি করেছেন, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও একইভাবে অর্থ গ্রহণ করেন। যদিও মন্ত্রী একে "ঘুষ" বলতে নারাজ, তার এই বক্তব্যে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী মহল।

এই প্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি প্রেরণ করেছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, মন্ত্রীর এই বক্তব্য সংবিধানবিরোধী এবং তাঁর শপথভঙ্গের সমতুল্য। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, অবিলম্বে মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর কিংবা আইন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রদেশ কংগ্রেস আজ এনসিসি থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে এফআইআর দাখিল করেছে। দলের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট প্রশান্ত সেন চৌধুরী থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তফশিলি মোর্চার রাজ্য চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য অ্যাডভোকেট শান্তিপ্রিয় ভট্টাচা র্সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কংগ্রেসের অভিযোগ, মন্ত্রীর এই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি রাজ্যের প্রশাসন ও সরকারের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করেছে। তাই দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যবাসীর আস্থা ক্ষুণ্ণ হবে বলে সতর্ক করেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

শিরোনামে কৈলাসহর !

ঠিকেদারী কাজ নিয়ে উত্তেজনা মাঠে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ অক্টোবর।। কৈলাসহরে ঠিকাদারী কাজকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা ছড়ালো। গার্লস হোস্টেল নির্মাণের বরাত ঘিরে দুই পক্ষের ঠিকাদারের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হওয়ায় শনিবার বিকেলে পরিস্থিতি সামাল দিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে আরক্ষা বাহিনী নামানো হয়।

ঘটনার সূত্রপাত, কৈলাসহর শহরে গার্লস হোস্টেল নির্মাণের কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার আব্দুল মান্নানের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। মান্নানের দাবি, জনৈক বিশু নামে এক ব্যক্তি দলবল নিয়ে তার কাজের বাধা সৃষ্টি করে। এই ঘটনার রেশ ধরে শুক্রবার গভীর রাতে সিংগিরবিল এলাকায় মান্নানের বিটুমিন প্ল্যান্টে রহস্যজনক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্যান্টে দুষ্কৃতির হামলা, আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ অক্টোবর।। কৈলাসহর পাইতুর বাজার এলাকার ঠিকাদার আব্দুল মান্নানের শিঙ্গারবিলস্থিত প্ল্যান্টে দুষ্কৃতিকারীদের হামলার অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ঠিকাদার মান্নান জানান, গতকালরাতে গোপন সূত্রে খবর পান যে কিছু দুষ্কৃতিকারী তার প্ল্যান্টে হামলার পরিকল্পনা করছে। বিষয়টি তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে অবহিত করেন। পুলিশ রাত প্রায় বারোটার দিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক রণজিতের নাগরিকত্ব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। পুলিশের উচিত স্বমহিমায় ফেরা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। তা নাহলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ইস্যুতে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ বৈঠকে এমনটাই হুশিয়ারী দিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা জানান, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আগামী দুই মাসব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লিগ্যাল সেলের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন, তিনি এদিন রাজ্য পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। সম্প্রতি ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটির ডাকে আহূত ধর্মঘট চলাকালীন সরকারি কর্মীদের ওপর হামলা এবং বিলোনিয়ায় এক পুলিশ আধিকারিককে শারীরিকভাবে নিগ্রহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সুদীপ রায় বর্মন বলেন, আজকের দিনে পুলিশ যেন এক দ্বিচারী চরিত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালী মূর্তির বিসর্জনকে ঘিরে গোষ্ঠী সংঘর্ষ ওসিকে মারধর, গ্রেপ্তার ৭, জামিনে মুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়াতে কালীমূর্তি বিসর্জনকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিলোনিয়া থানার ওসি শিবুরঞ্জন দে। তিনি অন্যান্য পুলিশ কর্মীর নেতৃত্বে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওরিয়েন্টাল ক্লাবের কিছু সদস্য ওসিকে গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তার উপর ফেলেন এবং শারীরিকভাবে মারধর শুরু করেন। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আজ ওই

ঘটনার সাথে জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ আদালত থেকে তাদের জামিনের আবেদন মুঞ্জর করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওরিয়েন্টাল ক্লাব তাদের কালীমূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রসেশন বের করে। প্রসেশনটি ক্লাবের সামনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বিএমএসের গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র, পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে রণক্ষেত্রের রূপ নিল। জেলা কমিটি গঠন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা মতবিরোধ শনিবার বিকেলে চরমে ওঠে। নতুন মোটরস্ট্যান্ড এলাকার বিএমএস কার্যালয়ে দুই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা থেকে শুরু হয় সংঘর্ষ। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুই পক্ষের সদস্যরা একে অপরের ওপর চড়াও হয়ে লাঠিসোটা ও ইট-পাথর নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনায় অন্তত কয়েকজন আহত হন। তাঁদের রক্তাক্ত অবস্থায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরে পরিস্থিতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানিয়া ফেন্সি কান্ডে ইচাবাজারে প্রবীরের গোদামে পুলিশি হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। জিরানিয়া ফেন্সি কাণ্ড নিয়ে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ ফেন্সিকাণ্ডের তদন্তে ইচাবাজার প্রবীর দাসের গোডাউনে হানা দিয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত সোমবার দুপুরে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি নারকোটিক শাখার নেতৃত্বে ধলেশ্বরের ১০ নম্বর দেবেন্দ্র রোডস্থিত ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী অরুণ ঘোষ-এর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) সৌভিক দে-র নেতৃত্বে ওই অভিযান চালানো হয়েছিল।

আজ জিরানিয়া ফেন্সি কাণ্ডের তদন্তে ইচাবাজার প্রবীর দাসের গোডাউনে হানা দিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত দেড় বছর ধরে ওই গোডাউন ভাড়া নিয়ে ট্রান্সপোর্টের কাজ করছিলেন অরুণ ঘোষ। আরও জানা গিয়েছে, প্রবীর দাস মাসিক ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে ওই গোডাউন ভাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকার উৎস খুঁজতে গিয়ে উদ্ধার ফেন্সি, জালে আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। ওই টাকার উৎস খুঁজতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে। ওসি অজিত দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ওই রাতে সন্দেহজনক একটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালায়।

জানা গিয়েছে, গতকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৬অক্টোবর ২০২৫ইং
৮ কার্তিক, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাসবাদ নজরদারি সংস্থার হুঁশিয়ারি পাকিস্তানকে

পাকিস্তান একের পর এক জটিল সমস্যার আবর্তে জড়াইয়া পড়িতেছে। সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে গোটা বিশ্বের কাছেই পাকিস্তানের নাম উঠিয়া আসিয়াছে। বিশেষ কোরিয়া ভারতের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত হইয়া পাকিস্তান তাহাদের মানসিকতার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছে। ফলশ্রুতিতে

এফএটিএফ-এর তালিকায় ফের ঢুকিতে পারে পাকিস্তান। এমনটাই হুঁশিয়ারি দিল সন্ত্রাসবাদের উপর নজরদারি সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স। চার বছরেরও বেশি সময় ধরিয়া এফএটিএফের ধূসর তালিকায় ছিল পাকিস্তান। ২০২২ সালের অক্টোবরে সেই তালিকা থেকে বের হইয়া আসে শাহবাজ শরিফের দেশ। পাকিস্তানকে সতর্ক করিয়া এফএটিএফ জানাইয়াছে, তালিকা থেকে বার হইয়া আসিয়া অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।এফএটিএফের সভাপতি এলিসা ডি আন্ডা মাদ্রাজো জানাইয়াছেন, 'যে কোনও দেশ যাহারা ধূসর তালিকা থেকে বের হইয়া আসিয়া জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসে মদতদাতা অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য বুলেটপ্রুফ ঢাল হইতে পারে না।'সন্ত্রাসের অর্থ জোগাইতে ডিজিটাল ওয়ালেটে ব্যবহার করিতেছে মাসুদ আজহারের জইশ-ই-মহম্মদ গোষ্ঠী। এছাড়া হাফিজ সইদের মতো রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষিত জঙ্গি নেতারা পাকিস্তানে বহাল তবিয়তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া খবর। সে কারণে এফএটিএফের এই সতর্কবার্তা বলিয়া খবর। সংস্থার তরফে জানানো

হইয়াছে, যে দেশের নাম একবার এই তালিকায় ঢুকিয়া যায়, পরে সেই দেশ তালিকায় না থাকিলেও তাহাদের কড়া পর্যবেক্ষণেই রাখা হয়।সারা বিশ্বে অর্থপাচার তথা সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদতের বিষয়টির উপর নজরদারি চালায় আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স বা এফএটিএফ। লস্কর ও জইশের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক মদত দেওয়া জন্য ২০১৮ সালে পাকিস্তানকে 'ধূসর তালিকা'ভুক্ত করা হয়। ২০২২ সালে সেই তালিকা থেকে বেরিয়ে আসে ইসলামাবাদ।এরপরও বারবার সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠিয়াছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রসংঘে সরব হইয়াছে ভারত। আলোচনা ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলিতে পারে না বলিয়া পাকিস্তানকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেয় ভারত। সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ না করিলে আলোচনায় বসা যাইবে না বলিয়াও জানায় দিল্লি। পাকিস্তান ফের ধূসর তালিকাভুক্ত হইলে অবাক হওয়ার কিছু থাকিবে না বলিয়াই মনে করিতেছে ওয়াকিবহাল মহল। পাকিস্তান যদি এসব বিষয়ে সতর্ক না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের বিপদ আরো ঘনাইয়া আসিতে পারে। পাকিস্তান কোন পথে হাঁটি পেয়ে সেটা নির্ভর করবে তাহাদের মানসিকতার উপর।

সাধারণ রোগীদের মধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিসেবা সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করাই সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিসেবাকে সহমর্মিতা, উদ্ভাবনী চিন্তাধারা এবং সুসংহত ব্যবস্থার মধ্যদয়ি গড়ে তোলার জন্য রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রয়াস নিয়েছে। সাধারণ রোগীদের মধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিসেবা সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করাই বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আজ এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালের কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওন্যাল চ্যাপ্টার অব ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব প্যাথলজিস্টস এন্ড মাইক্রোবায়োলজিস্টস (নারকন)-এর ৩৪তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে এই সংস্থার একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া অনুষ্ঠানে মরণোত্তর ডা. কনক চন্দ্র বরুয়া এবং রাজ্যের বিশিষ্ট প্যাথলজিস্টস সুশীলা দেবীকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্যাথলজিস্টস এবং মাইক্রোবায়োলজিস্টসরা হলেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মেরুদন্ড। পর্দার আড়ালে থেকে সঠিক স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের সহায়তায় তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, এই ধরণের সম্মেলন ত্রিপুরা রাজ্যে তৃতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যা রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নয়নকে প্রদর্শিত করে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বর্তমান সরকার যথেষ্ঠ গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ৪টি কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয়েছে। আগামীদিনে লিভার এবং হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেরও সুযোগ সৃষ্টি করার দিকে কাজ করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার এইমস, (দিল্লির) সাথে মৌ স্বাক্ষরিত করেছে। আগরতলা গভর্ণমেন্ট ডেন্টাল কলেজে দন্ত চিকিৎসায় আধুনিক পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধুমাত্র শহুরে এলাকাই নয়, সমগ্র রাজ্যের চিকিৎসা পরিকাঠামোর ধারাবাহিক উন্নয়ন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ইতিমধ্যে ১৬ লক্ষ সুবিধাভোগীদের কার্ড প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ২.৫ লক্ষ পরিবারকে কার্ড প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। পিএম-ডিভাইন স্কিমে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। আগামীদিনে চক্ষু চিকিৎসার জন্য ১০০ শয্যার টার্শিয়ারি হাসপাতাল গড়া হবে।

আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নারকন-এর সভাপতি ডা. রোমিকা বরুয়া, ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস প্রফেসর (ডা.) তপন মজুমদার, ডিরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন প্রফেসর (ডা) এইচ পি শর্মা এবং পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস প্রমুখ।

কাশির সিরাপ না বিষ: এবার সাবধান হওয়ার সময় এসেছে

শোভনলাল চক্রবর্তী

'বিতির্কিত' কাশির সিরাপ নিয়ে এ বার সতর্ক করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। চিহ্নিত তিনটি কাশির ওষুধের ব্যবহার নিয়ে বিশ্বব্যাপী এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই তিন কাশির সিরাপ হল- কোল্ডরিফ, রেসপিফ্রেস টিআর এবং রিলাইফ। বিভিন্ন দেশের জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে মূলত এই তিন কাশির সিরাপের বিষয়ে সতর্ক করার হয়েছে। যদি কোনও দেশে ওই "বিতর্কিত" সিরাপগুলির ব্যবহারের খোঁজ মেলে, তবে অবিলম্বে তা নিয়ে পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে হু। হু-র জারি করা সতর্কবার্তায়, দেশের অনিয়ন্ত্রিত বাজারগুলির উপর নজরদারি বৃদ্ধির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, ওই কাশির সিরাপগুলির নির্দিষ্ট কিছু ব্যাচে দূষিত পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। সেই সব ব্যাচের ওষুধগুলির ব্যবহার বন্ধের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ায় বেশ কয়েক জন শিশুর মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। কাশির "বিষাক্ত" সিরাপ খাওয়ার ফলেই তাদের কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হয়েছে। বলে অভিযোগ। শুধু মধ্যপ্রদেশ নয়, রাজস্থানেও একই কারণে কয়েকটি শিশুর মৃত্যু ঘটে বলে অভিযোগ। তার পরেই একে একে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য "বিতর্কিত" কাশির সিরাপ নিষিদ্ধ করেছে। এই নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই নড়েচড়ে বসে হু। শিশুমৃত্যুর সঙ্গে নাম জড়ানো কোনও কাশির সিরাপ বিদেশে রফতানি হয়েছে কি না, তা দিল্লির থেকে জানতে। চেয়েছিল তারা। তার জবাবে কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা "ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া" (ডিসিজিআই) হু-কে জানিয়েছে, ভারত থেকে কোনও দূষিত কাশির সিরাপ রফতানি করা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, অবৈধ ভাবে কোনও রফতানিরও প্রমাণ নেই। হু তার সতর্কবার্তায় সেই কথাও উল্লেখ করেছে। ডিসিজিআই রফতানি নিয়ে তথ্য দেওয়ার পরেও হু সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছে দেশের ওষুধ সরবরাহ বাজারগুলি এবং বিপণী শৃঙ্খলের উপর নজরদারি চালানোর পক্ষেই সওয়াল করেছে হু। অসুস্থদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে দূষিত কাশির সিরাপ শনাক্ত করা এবং তার বিপণন বন্ধের উপর জোর দেওয়া উচিত। কাশির "বিষাক্ত" সিরাপের বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন "ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন"। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তদন্তের দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডাকে চিঠি লিখেছেন তাঁরা। কাশির সিরাপ বিতর্কে সিবিআই তদন্তের আর্জিতে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলাও দায়ের হয়েছে। পাশাপাশি, বিতর্কিত কাশির সিরাপ "কোল্ডরিফ" প্রস্তুতকারক সংস্থা প্রেসান ফার্মাসিউটিক্যালস-এর যোগসূত্র ধরে তামিলনাড়ুর একাধিক জায়গায় অভিযানও করে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। প্রেসান ফার্মার মালিক জি রঙ্গনাথনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। ওই সংস্থার কাশির সিরাপটির নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, কোল্ডরিফে ৪৮.৬ শতাংশ ডাই-ইথাইল গ্লাইকল (ডিইজি) ছিল, যেখানে অনুমোদিত সীমা মাত্র ০.১ শতাংশ। ডিইজি একটি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, যা কিডনি বিকল করে দিতে পারে। লিভার এবং স্নায়ুতন্ত্রেরও মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। বহু সিরাপেই প্রোপিলিন গ্লাইকল দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যৌগটিকে আবার শিল্পক্ষেত্রেও বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়, যাতে উচ্চমাত্রার ডাইইথিলিনগ্লাইকল থাকতে পারে। অন্য দিকে, ওষুধে ব্যবহৃত প্রোপিলিন গ্লাইকলে দূষণকারী পদার্থের মাত্রা অনুমোদিত সীমার নীচে থাকে। যখন শিল্প স্তরের প্রোপিলিন গ্লাইকল ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, অথবা সংশ্লিষ্ট ওষুধ সংস্থা ব্যবহারের আগে দূষণকারী পদার্থের জন্য কাঁচামাল সঠিক ভাবে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তখন ডিইজি সিরাপ দূষিত করে ফেলে। সে ক্ষেত্রে এটি মানুষের জন্য বিষাক্ত হয়ে ওঠে। দূষিত কাশির সিরাপ ভারত তো বটেই, দেশের বাইরেও প্রাণ কেড়েছে। ২০২০ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রামনগরে হিমাচল প্রদেশের একটি কোম্পানির তৈরি কাশির সিরাপ খেয়ে কমপক্ষে ১৭ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে ভারতে তৈরি দূষিত কাশির সিরাপে শতাধিক শিশুর প্রাণহানি হয় গাম্বিয়া, উজ্জবেকিস্তান এবং ক্যামেরুনে, সে সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতে তৈরি কাফ সিরাপ সম্পর্কে বিশ্ব জুড়ে একাধিক সতর্কতা জারি করেছিল। তাতে যে পরিস্থিতি পাল্টায়নি, তার প্রমাণ মিলল।সাম্প্রতিক কালে ভারতের ওষুধ শিল্প নিজেকে "বিশ্বের ফার্মেসি" হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনা কিন্তু সে কথা বলে না। জানা গিয়েছে যে, ভারতের অনেক ছোট ওষুধ উৎপাদন সংস্থাই সংশোধিত গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস (জিএমপি)-এর অধীনে নিজেদের নিবন্ধিত করেনি। সেই সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরীক্ষা ব্যবস্থাগুলিও অনিয়মিত এবং ভরসাজনক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে শুধু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাই নয়, নিরাপদ প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির অনীহার বিষয়টিও প্রকট হয়ে ওঠে। সরকারের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, দেশের ওষুধ শিল্পের সাফল্য শুধু সস্তা জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনের উপরে নির্ভর করে না, তা দেশে উৎপাদিত ওষুধের বিশ্বাসযোগ্যতার দ্বারাও সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, এই ধরনের দুর্ঘটনা জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে যা যে কোনও ওষুধের সাফল্যের অন্যতম উপাদান। মানুষের জীবন-মরণের বিষয় যেখানে জড়িয়ে, সেখানে ন্যূনতম গাফিলতিটুকুও চলে কি?

মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে দূষিত কাশির সিরাপের কারণে ২০ জনেরও বেশি শিশুর মৃত্যু আরও এক বার দেখিয়ে দিল যে, ওষুধের গুণমানে ত্রুটি কী ভাবে অতি সাধারণ চিকিৎসাকেও মারাত্মক ঝুঁকিতে পরিণত করতে পারে। জানা যায়, তামিলনাড়ুর একটি সংস্থার উৎপাদিত ওই কাশির সিরাপে ৪৮,৬ু ডাইইথিলিন গ্লাইকল (ডিইজি) ছিল, যেখানে সেটির অনুমোদিত সীমা ০.১ শতাংশেরও কম। এর পরই রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ-সহ আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাজারে ওষুধ ছাড়ার আগে সেগুলির গুণমান পরীক্ষা করা হচ্ছে কি না, তার উপর নজর রাখার বিষয়ে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জারি হয়েছে সতর্কতা। অন্য দিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও দিল্লির কাছে জানতে চেয়েছে যে, সাম্প্রতিক মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত কাশির সিরাপগুলি অন্য দেশে রফতানি করা হয়েছে কি না। উল্লেখ্য, চার বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে কাশি ও ঠান্ডা লাগার ওষুধ দেওয়া অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশে মৃত শিশুদের মধ্যে একাধিকের বয়স তার কম। কাশির সিরাপ খেয়ে পর পর শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর আতঙ্ক অনেকটাই বেড়েছে। চিকিৎসকেরা সতর্ক করে জানাচ্ছেন, ২ বছরের কমবয়সিদের কাফ সিরাপ খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। কিছু সময়ে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই সোজা দোকানে গিয়ে কাফ সিরাপ বেছে নিয়ে চলে আসেন অনেকে। তার লেবেলও হয়তো তাঁরা দেখেন না। অনেকেই জানেন না, কেন্দ্রীয় ড্রাগ নিরাময় সংস্থা চার বছরের কমবয়সিদের জন্য বিশেষ অ্যান্টি-কোল্ড ড্রাগ কম্বিনেশন এ দেশে নিষিদ্ধ করেছে। তবে যাঁদের বাড়িতে কাশির সিরাপ রয়েছে, তাঁরা ব্যবহারের আগে অবশ্যই দেখে নেবেন সেগুলি নিরাপদ কি না। কেনার আগেও যাচাই করে নিতে হবে যে সিরাপটি কিনছেন, তা শিশুদের খাওয়ানো যাবে কি না।কাশির সিরাপ কেনার আগে অবশ্যই দেখে নেবেন ১) ব্র্যাটন্ডের নাম: কোন ব্র্যান্ডের ওষুধ কিনছেন, সেটি দেখে নিতে হবে। যে কোম্পানির নামই শোনেননি, তাদের তৈরি কাশির সিরাপ না কেনাই ভাল। কেবলমাত্র দাম কম দেখেই কিনে ফেলবেন না। শিশুদের খাওয়াতে হলে একমাত্র নামী ও প্রতিষ্ঠিত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার কাশির সিরাপই কিনতে হবে। ২) তৈরির ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময়। যে কোনও ওষুধ কেনার সময়েই এটি যাচাই করে নিতে হবে। ওষুষটি কবে তৈরি হয়েছে, তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় অবশ্যই দেখে নেবেন। ৩) উপাদান কাশির সিরাপটিতে কোন কোন উপাদান রয়েছে, তা অবশ্যই লেবেল থেকে পড়ে নিতে হবে। খেয়াল করবেন, সিরাপে প্রপিলিন গ্লাইকল আছে কি না। এই উপাদানটি শরীরের জন্য নিরাপদ। যে সিরাপে ডাইইথিলিন গ্লাইকল (ডিইজি), ইথিলিন গ্লাইকল (ইজি) বা কোডেইনের মতো উপাদান থাকবে, সেটি ভুলেও কিনবেন না। এই ধরনের রাসায়নিক বিষাক্ত, শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা হয়। রক্তে মিশলে লিভার-কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে। সিরাপে অ্যান্টিহিস্টামিন উপাদান থাকলে সেটিও শিশুর জন্য নিরাপদ নয়। অ্যালকোহল বা কৃত্রিম চিনি মেশানো থাকলেও তা ক্ষতিকর। এই সব উপাদান আছে কি না, তা কেনার আগে দেখে নিতে হবে। কাশির সিরাপের লেবেলে যদি কোনও রকম দ্রাবকের নাম বা উপাদানের নাম না থাকে, তা হলে সেটি কিনবেন না। কয়েক রকম ফিক্সড ড্রাগ কম্বিনেশনের সিরাপ শিশুর জন্য নিরাপদ নয়। তাই কেনার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ৪) শংসাপত্র। কাশির সিরাপের গায়ে "হু-জিএমপি সার্টিফায়েড" লেখা আছে কি না দেখে নেবেন। অথবা আইএসও চিহ্ন থাকবে। যদি দেখেন এসব কিছুই নেই, অথচ লোগো বা স্ট্যাপ আছে, তা হলে বুঝাতে হবে সেই ওষুধে ভেজাল রয়েছে। ৫) ওষুধের লাইসেন্স প্রতিটি সিরাপের ডিএল বা এমএফজি লাইসেন্স নম্বর থাকবে, যা রাজ্য ড্রাগ কন্টোল অথরিটি নির্ধারণ করবে। এই নম্বর দেখলে বুঝতে হবে, ওষুধটির গুণমান যাচাই করা হয়েছে। তাই কেনার আগে লাইসেন্স নম্বর দেখে নেবেন। ৬) সংরক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য: কাশির সিরাপ ভাল মানের কি না, তা বুঝতে আরও একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে। সিরাপটি কী ভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তার তথ্য অবশ্যই লেখা থাকবে। যদি উল্লেখ না থাকে, তা হলে সেই ওষুধ না কেনাই ভাল। ৭) কিউআর কোড বা বারকোড: এখন বেশির ভাগ নামী ব্র্যান্ডের ওষুধের লেবেলেই কিউআর কোড বা বারকোড দেওয়া থাকে। সেটি স্ক্যান করলেই অফিশিয়াল ওয়েবসাইট খুলে যায় ও ওষুধ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সেখানে উল্লেখ করা থাকে। কেনার আগে এক বার সেই কোড স্ক্যান করে দেখে নেবেন। যদি দেখেন, কোনও ওয়েবসাইট খুলছে না বা "পেজ নট ফাউন্ড" দেখাচ্ছে, তা হলে সাবধান হতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ২ বছরের কমবয়সি শিশুদের কাশির ওষুধ না খাওয়ানোই ভাল। নির্দিষ্ট ডোজের চেয়ে বেশি ওষুধ রক্তে মিশলে তা থেকে নানা ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যাবে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কাশি সারাতে কোনও কাজই করে না সিরাপ। কাশির বেগ সাময়িক ভাবে কমাতে পারে মাত্র। অনেক সময়েই বাবা-মা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই সন্তানকে এই ধরনের কাশির সিরাপ খাইয়ে দেন। না বুঝে ওষুধ খাওয়ালে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> দূষিত কাশির সিরাপ ভারত তো বটেই, দেশের বাইরেও প্রাণ কেড়েছে। ২০২০ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রামনগরে হিমাচল প্রদেশের একটি কোম্পানির তৈরি কাশির সিরাপ খেয়ে কমপক্ষে ১৭ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে ভারতে তৈরি দূষিত কাশির সিরাপে শতাধিক শিশুর প্রাণহানি হয় গাম্বিয়া, উজবেকিস্তান এবং ক্যামেরুনে।

ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ

মনযূরুল হক

আজকের ডিজিটাল যুগে ই--- মেইল, মেসেজিং অ্যাপ আর ইন্টারনেট আমাদের যোগাযোগকে দ্রুত ও সহজ করেছে। তবু ডাকব্যবস্থা এখনো সমাজের সংযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৪ সালে বিশ্ব ডাক সংস্থা প্রতিষ্ঠার স্মরণে প্রতিবছর ৯ অক্টোবর বিশ্ব ডাক দিবস পালিত হয়। ২০২৫ সালে এই দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'মানুষের সেবায় ডাক'। যোগাযোগের সেতু হিসেবে, উদ্ভাবনের প্রেরণা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ডাকব্যবস্থার গুরুত্ব ছিল সীমাহীন। ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থা ছিল শাসন, প্রশাসন ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের একটি প্রধান স্তম্ভ।

ডাকব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা ছিল রাষ্ট্র সুসংহত থাকার প্রতীক। যদি কোনো প্রদেশ থেকে ডাক আসা বন্ধ হতো, তা বিদ্রোহ বা অস্থিরতার লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো।

ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থার ইতিহাস ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি মূল অংশ। এটি বিভিন্ন প্রদেশকে রাজধানীর সঙ্গে সংযুক্ত করত, খলিফার কাছে খবর পৌঁছে দিত এবং তাঁর নির্দেশ প্রদেশের শাসক ও কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছাত।

ডাকব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা ছিল রাষ্ট্র সুসংহত থাকার প্রতীক। যদি কোনো প্রদেশ থেকে ডাক আসা বন্ধ হতো, তা বিদ্রোহ বা অস্থিরতার লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই ইসলামের প্রথম দিন থেকেই ডাকব্যবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নবুয়তের যুগে ডাকব্যবস্থা- অনেকে মনে করতেন, ডাকব্যবস্থা উমাইয়া যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক একটি গবেষণা দেখা যায়, নবীজির (সা.) সময়েই এর শুরু হয়। হিজরতের পর মদিনায় এসে নবীজি (সা.) গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন, যাঁরা মক্কা থেকে খবর আনতেন। তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ছিলেন অন্যতম, যিনি গুহায় থাকা নবীজি (সা.) ও আবু বকর (রা.)-এর কাছে কুরাইশদের খবর পৌঁছে দিতেন। ষষ্ঠ হিজরির শেষে নবীজি (সা.) আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে বিভিন্ন রাজা ও শাসকদের কাছে চিঠি পাঠান। তিনি দিহিয়া ইবনে খালিফা আল-কালবিকে রোমের সম্রাটের কাছে, আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমিকে পারস্যের কিসরার কাছে, আমর ইবনে আসকে ওমানের শাসকের কাছে ও শুজা ইবনে ওয়াহাব আল-আসাদিকে গাসানের শাসকের কাছে পাঠান। (ইবনে হিশাম, সিরাতুন নবী, ৪/২৫৫, দারুল কুতুব, কায়রো, ১৯৫৫) 'মাকাতিব আর-রাসুল' বইয়ে বলা হয়, নবীজি (সা.) শতাধিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন, অর্থাৎ ডাকব্যবস্থা তখনই ইসলাম প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল।

খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ- খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন বাড়ে। হজরত ওমর (রা.) ডাকের জন্য একটি আলাদা বিভাগ (দিওয়ান) প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিভাগের প্রধানকে 'সাহিবুল বারিদ' বলা হতো, যিনি চিঠি পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি প্রদেশের শাসকদের তদারক করতেন। প্রধান শহরগুলোতে ডাককেন্দ্র স্থাপিত হয়, ফলে রাষ্ট্রের প্রশাসন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

উমাইয়া যুগ- উমাইয়া যুগে ডাকব্যবস্থা আরও উন্নত হয়। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিজয় অভিযানের কারণে দ্রুত খবর আদান-প্রদানের প্রয়োজন বাড়ে। মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.) ডাক বিভাগ নতুন করে গড়ে তোলেন। যাতে খবর দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছায়।

একবার তিনি ইরাকের গভর্নরের কাছে এক লাখ দিরহাম পাঠানোর নির্দেশ দেন, কিন্তু চিঠি ছিল খোলা। এক ব্যক্তি তাতে দুই লাখ করে দেন। এ ঘটনার পর মুয়াবিয়া চিঠিতে সিল ব্যবহার শুরু করেন এবং ডাক বিভাগকে আরও সংগঠিত করেন। (ইবনে তাকতাকা, আল-ফাখরি ফিল আদাব আস-সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ৮৭, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৬৬)

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সময়ে ডাক বিভাগ আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। তিনি কাবিসা ইবনে জুয়াইবকে এর দায়িত্ব দেন এবং নির্দেশ দেন যে 'সাহিবুল বারিদ' যেকোনো সময় তাঁর কাছে প্রবেশ করতে পারবেন।

কারণ, তিনি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর বহন করতেন। উমর ইবনে আবদুল আজিজের সময়ে ডাক রুটে খান (বিশ্রামাগার) ও পশুদের জন্য জলের ব্যবস্থা করা হয়।

একবার তিনি ইরাকের গভর্নরের কাছে এক লাখ দিরহাম পাঠানোর নির্দেশ দেন, কিন্তু চিঠি ছিল খোলা। এক ব্যক্তি তাতে দুই লাখ করে দেন। এ ঘটনার পর মুয়াবিয়া চিঠিতে সিল ব্যবহার শুরু করেন।

আব্বাসি যুগ- আব্বাসি যুগে ডাকব্যবস্থা রাষ্ট্রের একটি মূল স্তম্ভ হয়ে ওঠে। আবু জাফর আল-মনসুর বলতেন, রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভের একটি হলো ডাক বিভাগ, কেননা, বার্তাবহ খলিফার কাছে কর্মকর্তা ও জনগণের খবর সত্যতার সঙ্গে পৌঁছে দেন। (আল-মাকরিজি, খিতাত, ১/৯৮, দারুস সাদির, কায়রো, ১৮৫৩) এই যুগে ডাক বিভাগকে 'দিওয়ানুল খারাইত' বলা হতো। এমনকি অশান্ত এলাকায় সেনা ও সাহায্য পৌঁছে দিতে ডাকের গাড়ি ব্যবহৃত হতো। তবে বুয়াইহিদের সময়ে ডাকব্যবস্থা দুর্বল হয়। কারণ, তারা খলিফার কাছ থেকে খবর লুকাতে ডাক বন্ধ করে দেয়।

মামলুক যুগ- মামলুক যুগে তাতারদের আক্রমণে বাগদাদ থেকে ডাক বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সুলতান বাইবারস ডাকব্যবস্থাকে নতুন করে সংগঠিত করেন। তিনি শরফুদ্দিন কালকাশান্দিকে ডাক বিভাগের দায়িত্ব দেন এবং নির্দেশ দেন যে তাতার ও ফ্রাঙ্কদের খবর তাৎক্ষণিক পৌঁছাতে হবে। বাইবারসের জীবনীকার ইবনে শাদ্দাদ লিখেছেন, তিনি খাবার ফেলে রেখেও চিঠির জবাব দিতেন। এতটা গুরুত্ব ছিল ডাকের। (ইবনে শাদ্দাদ, সিরাত সুলতান বাইবারস, পৃষ্ঠা ১২৩, দারুল ফিকর, কায়রো, ১৯৮৩)

দিওয়ানুল বারিদ: কাঠামো ও দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রে ডাক বিভাগ (দিওয়ানুল বারিদ) ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি প্রদেশ থেকে রাজধানীতে খবর পৌঁছে দিত, শাসকদের তদারক করত, সেনাবাহিনীর অগ্রগতি, যুদ্ধের খবর, বিদ্রোহ বা গোপন তৎপরতার তথ্য খলিফার কাছে পৌঁছাত। এমনকি কোনো শাসক মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগের জন্যও ডাক ব্যবহৃত হতো। ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়োগে কঠোর নীতি অনুসরণ করা হতো। ইবনে কুদামা বলেন, ডাক কর্মকর্তাকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে, খলিফার কাছে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এই পদের জন্য গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিল না; বরং বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা ছিল মূল শর্ত। (ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, ১০/৩২৫, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৮৫)

এ ছাড়া তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রদেশ ও এর ভাষার জ্ঞান, ঘোড়া ও কবুতরের প্রকৃতি বোঝার ক্ষমতা এবং শত্রুর হাতে ধরা পড়লেও গোপনীয়তা রক্ষার দৃঢ়তা থাকতে হতো।

ডাকবিভাগের কাঠামো- ডাকবিভাগের কাঠামো ছিল সুশৃঙ্খল: সাহিবুল বারিদ: খলিফা নিজে তাঁকে নিয়োগ করতেন। তিনি খলিফার চিঠি পৌঁছে দিতেন, প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতেন এবং শত্রু ও শাসকদের খবর সংগ্রহ করতেন। তিনি ছিলেন খলিফার চোখ-কান। প্রদেশের ডাক কর্মকর্তা: তাঁরা প্রদেশে শাসক ও জনগণের খবর সংগ্রহ করতেন। ফুরাঙ্কিন: ফারসি শব্দ 'ব্রঙ্ক' থেকে এসেছে, যার অর্থ গাইড। তাঁরা ডাক রুট ও কেন্দ্র পরিদর্শন করতেন। সায়া বা বারিদি: হেঁটে চিঠি বহনকারী দ্রুতগামী দূত। এজেন্ট ও গোয়েন্দা: প্রদেশে খবর সংগ্রহে সহায়তা করতেন। রাষ্ট্রদূত: বিদেশি শাসকদের কাছে চিঠি পৌঁছে দিতেন। ডাক কর্মকর্তাকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে, খলিফার কাছে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এই পদের জন্য গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিল না; বরং বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা ছিল মূল শর্ত।

ডাকের মাধ্যম- ডাক পরিবহণের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহৃত হতো: ঘোড়ার ডাক (ওয়ালাক): প্রতি চার মাইল অন্তর ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হতো। প্রথম দিকে উট ব্যবহৃত হলেও ঘোড়ার গতির জন্য এটি জনপ্রিয় হয়। জরুরি সময়ে সেনা পরিবহণেও এটি ব্যবহৃত হতো। ডাক রুটে বিশ্রামাগার ও জলের ব্যবস্থা ছিল।

পায়ে হাঁটা ডাক: বুয়াইহি যুগে দ্রুতগামী দূতরা এ কাজ করতেন। ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এর বিবরণ দিয়েছেন। (ইবনে বতুতা, রিহলা, পৃষ্ঠা ১৮৫, দারুস সাদির, কায়রো, ১৯০৪)

কবুতরের ডাক: 'বারিদ মুজান্নাহ' নামে পরিচিত। প্রশিক্ষিত কবুতরের ডানায় বা লেজে চিঠি বেঁধে পাঠানো হতো। জাহিজ এই কবুতরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেনতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সতর্কতা, দ্রুত ওড়ার ক্ষমতা। নিরাপত্তার জন্য একই চিঠি দুটি কবুতরে পাঠানো হতো, দুই ঘণ্টার ব্যবধানে। (জাহিজ, কিতাবুল হায়াওয়ান, ৪/১২৭, দারুল জিল, বৈরুত, ১৯৬৬) ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি। এটি প্রদেশ ও রাজধানীর মধ্যে সেতু তৈরি করত, শত্রু ও বিদ্রোহীদের খবর পৌঁছে দিয়ে রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখত। এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, বিশ্বস্ত কর্মকর্তা ও উন্নত পরিবহণব্যবস্থা ইসলামি সভ্যতার প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ। আজকের ডিজিটাল যুগেও ডাকব্যবস্থার এই ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যোগাযোগ কীভাবে সমাজকে একসূত্রে বাঁধে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার রাজধানী আগরতলায় এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির তরফে অনুষ্ঠিত হয় রান ফর রেড রিবন।

ছট পূজার সূচনা: 'নহায়-খায়' উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানালেন অমিত শাহ ও রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ছট পূজার সূচনা উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন। 'নহায়-খায়' দিয়ে শুরু হওয়া এই উৎসবকে দুই নেতা ভারতীয় সংস্কৃতি, আস্থা এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অমিত শাহ এক্স প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে লিখেছেন, "পরম্পরা, বিশ্বাস ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক 'নহায়-খায়' উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ছটী মাইয়া যেন সবার জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রদান করেন।"

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা নিজের বার্তায় বলেন, "সূর্য্য উপাসনার মহাপর্ব ছট, যা নহায়-খায় দিয়ে শুরু হয়, তা শুদ্ধতা, নিয়ম এবং আত্মসংযমের প্রতীক। বিহারের লোকসংস্কৃতি এই উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃতি ও বিশ্বাসকে একসূত্রে বেঁধেছে। এই পবিত্র দিনে ছটী মাইয়া যেন সকল পরিবারের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আনেন। সূর্য্যদেব যেন তাঁর শক্তিতে ভারতকে নতুন আলোর পথে পরিচালিত করেন এবং এই লোকপরম্পরা যেন আমাদের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আত্মনির্ভরতার পথ দেখাতে থাকে।"

ছট পূজা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু উৎসব, যা মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশে পালিত হয়। পাশাপাশি, নেপালসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যেও এই উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সূর্য্যদেব ও তাঁর বোন ছটী মাইয়ার পূজার প্রতি নিবেদিত এই উৎসব শুদ্ধতা, কৃতজ্ঞতা এবং পারিবারিক মঙ্গল কামনার প্রতীক। ভক্তরা কঠোর নিয়ম মেনে উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে সূর্য্যদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বিশ্বাস করা হয়, ছট পূজার মাধ্যমে জীবনের অশুভ শক্তি দূর হয় এবং শান্তি ও ইতিবাচকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

চার দিনব্যাপী এই উৎসবে প্রতিদিনের আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছেপ্রথম দিন ভক্তরা নদী বা পুকুরে স্নান করে শরীর ও মন শুদ্ধ করেন। এরপর নিরামিষ খাবার তৈরি করে উৎসবের সূচনা হয়। দ্বিতীয় দিন এদিন সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস পালন করা হয়। সন্ধ্যায় গুড়, চাল ও গমের খিচুড়ি প্রস্তুত করে পূজা শেষে প্রসাদ ভাগ করে নেওয়া হয়। তৃতীয় দিন --- সূর্য্যাস্তের সময় ভক্তরা জলাশয়ের ধারে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করেন। ফল, আখ ও প্রসাদ উৎসর্গ করা হয় জীবনের ধারক সূর্য্যদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে। চতুর্থ দিন --- শেষ দিনে উদীয়মান সূর্য্যকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ভক্তরা তাদের উপবাস ভঙ্গ করেন, যা নবজাগরণ ও আত্মিক পুনর্জন্মের প্রতীক।

ছট পূজা সরলতা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতার উৎসব। ফল, শাকসবজি ও মিষ্টির নিবেদন প্রকৃতির দানের প্রতীক, আর উপবাস ও প্রার্থনা মানবমনের শুদ্ধতার বার্তা বহন করে। এই উৎসবের মূল মন্ত্র কৃতজ্ঞতাপ্রকৃতি ও মানবতার মধ্যে ভারসাম্য ও শ্রদ্ধার সম্পর্ককেই ছট পূজা উদযাপন করে।

ভারতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বড় ধাপ: সুবানসিরি লোয়ার এইচইপির ২৫০ মেগাওয়াট ইউনিটের ওয়েট কমিশনিং শুরু

গেরুকামুখ, ২৫ অক্টোবর : —ভারতের জলবিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্তে, এনএইচপিসি লিমিটেড তার ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সুবানসিরি লোয়ার হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টের প্রথম ২৫০ মেগাওয়াট ইউনিটের ওয়েট কমিশনিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এটি টারবাইনের সফল মেকানিক্যাল রানকে অনুসরণ করে, যা ভারতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং এনএইচপিসির সর্বাধিক শক্তিশালী ইউনিটের কার্যকরী উদ্বোধনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

সুবানসিরি লোয়ার এইচইপি জানুয়ারি ২০০৫ সালে শুরু হয়। ২০১১ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত আসামে প্রতিবাদ এবং ভাটির দিকে পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত আইনি প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকল্পটি আট বছর স্থগিত ছিল। অক্টোবর ২০১৯ সালে উন্নত নিরাপত্তা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার পর কাজ পুনরায় শুরু হয় এবং অবশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়।

মাইলফলক অনুষ্ঠানে এনএইচপিসির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভূপেন্দ্র গুপ্তা, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও প্রকল্প প্রধান রাজেন্দ্র প্রসাদ, এনএইচপিসির পরিচালক এবং কর্পোরেট ও প্রকল্প সাইটের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী গুপ্তা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার এবং অরুণাচল প্রদেশ ও অসম সরকারের পাশাপাশি পূর্ববর্তী এনএইচপিসি নেতৃত্ব, সুবানসিরি প্রকল্প দলের এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "এই অর্জন এনএইচপিসির ইঞ্জিনিয়ারিং উৎকর্ষ এবং ভারতের বিশ্বমানের অবকাঠামোগত শক্তির উজ্জ্বল প্রমাণ। এটি শুধুমাত্র একটি প্রকল্পের মাইলফলক নয়এটি ভারতের ক্লিনার, গ্রিনার এবং আত্মনির্ভরশীল শক্তির ভবিষ্যতের দিকে অবিচল অগ্রগতির প্রতিফলন।"

ইউনিট-১ এখন ওয়েট কমিশনিং পর্যায়ে থাকায় শীঘ্রই গ্রিড সংযোগের আশা করা হচ্ছে। এনএইচপিসি এই বছরের মধ্যে আরও তিনটি ২৫০ মেগাওয়াট ইউনিট কমিশন করার পরিকল্পনা করেছে, যা জাতীয় গ্রিডে ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করবে। সব আটটি ইউনিট (৮ শ্র ২৫০ মেগাওয়াট) কার্যকর হলে, সুবানসিরি লোয়ার এইচইপি ভারতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ স্থাপনায় পরিণত হবে, লক্ষাধিক বাড়ি আলোকিত করবে এবং দেশের শক্তি নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করবে।

কোকরাঝারে পুলিশ এনকাউন্টারে মাওবাদী সন্দেহভাজন নিহত

কোকরাঝার, ২৫ অক্টোবর: কোকরাঝার জেলার নাদাঙ্গুড়িতে পুলিশ এনকাউন্টারে এক ভয়ঙ্কর মাওবাদী-সংযুক্ত জঙ্গি নিহত হয়েছে। নিহতের পরিচয় জানা গেছে আপিল মূর্মু বা রোহিত মূর্মু (৪০) হিসেবে, যিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।

কোকরাঝার পুলিশ জানিয়েছে, মূর্মু সম্প্রতি কোকরাঝারে এক রেললাইন বোমা বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত ছিলেন এবং এর আগে ঝাড়খণ্ডে একটি একই ধরনের বিস্ফোরণে যুক্ত ছিলেন।

কোকরাঝার এসএসপি জানিয়েছেন, গত বছরের অক্টোবর মাসে ঝাড়খণ্ডে রেললাইন বিস্ফোরণ ঘটানোর পর মূর্মু অসমে পালিয়ে আসে। ঝাড়খণ্ডে তিনি রোহিত মূর্মু নাম ব্যবহার করতেন, আর অসমে নিজেকে আপিল মূর্মু বলতেন এবং কোকরাঝারের কাচুগাঁও অন্তর্গত গ্রাহমপুর গ্রামের বাসিন্দা বলে দাবি করতেন।

তদন্তে জানা গেছে, মূর্মুর ঝাড়খণ্ড ও অসমের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল এবং তিনি আগে এনএসএলএ (ন্যাশনাল সাতাল লিবারেশন আর্মি)-র সদস্য ছিলেন। যখন ওই সংগঠন অস্ত্র জমা দেয়, মূর্মু আত্মসমর্পণ না করে ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে যায়, সেখানে একটি ভিন্ন ফ্র্যাকশন গঠন করে কমান্ডারের দায়িত্ব নেন।

এরপর তিনি মাওবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং ২০১৫ সাল থেকে ঝাড়খণ্ডে জঙ্গি কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। একটি ঝাড়খণ্ড পুলিশ দল সম্প্রতি অসমে এসে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তাকে ধরার জন্য অভিযান চালাচ্ছিল।

অভিযানের সময় পুলিশের হাতে আসে একটি পিস্তল, একটি গ্রেনেড, একটি ভোটার আইডি কার্ড এবং ঝাড়খণ্ড থেকে ইস্যু করা আধার কার্ড।

কোকরাঝার এসএসপি নিশ্চিত করেছেন যে, নিহত জঙ্গির সম্ভাব্য সহযোগীদের ধরতে ওই এলাকায় অভিযান চলমান রয়েছে।

সিলচর সফরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রকল্প ঘোষণা নিয়ে তীব্র সমালোচনা সুস্মিতার

সিলচর, ২৪ অক্টোবর: তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) নেতা ও রাজ্যসভা সদস্য সুস্মিতা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে শর্মা সিলচরের জন্য ১,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন, তবে গত পাঁচ বছর ধরে পৌরসভা নির্বাচন না হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন।মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময়, সুস্মিতা বলেন, "অসমের মুখ্যমন্ত্রী গতকাল সিলচরে ছিলেন এবং আজ তিনি চলে যাচ্ছেন। এক দিনে তিনি সিলচর শহরের জন্য ১,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছেন বলে স্দ্রত্রত্রদ্বদ্রত্ব বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি সমগ্র অসমকে এ কথা বলছেন না যে, গত পাঁচ বছর ধরে এই রাজ্যের দ্বিতীয় সবচেয়ে জনবহুল এবং মর্যাদাপূর্ণ পৌরসভায় কোনো নির্বাচন হয়নি।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন যে মুখ্যমন্ত্রী এবং কাচার জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী "নিয়মিত মিথ্যা বলছেন" পৌরসভা নির্বাচন সম্পর্কিত। "তিনি বারবার বলেছেন যে নির্বাচন হবে। এখন তিনি বলছেন, জুবিন গর্গের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে কর্মকর্তাদের পর্যায়ে কাজ হচ্ছে না, তাই নির্বাচন সম্ভব নয়। তিনি কি জুবিনের নাম ব্যবহার করে সিলচরের মানুষকে বলতে চাইছেন যে পাঁচ বছর ধরে তাদের নির্বাচিত পৌরসভার কোনো সুযোগ নেই? এটি লজ্জাজনক এবং কলঙ্কজনক," যোগ করেন দেওয়া।টিএমসি সাংসদ শর্মার বারাক উপত্যকার উন্নয়ন দাবিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং বিজেপির ২০১৬—২০২৫ সালের ভিশন ডকুমেন্টের অমিলপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো তুলে ধরেন। "মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, দয়া করে আপনার ভিশন ডকুমেন্ট বের করুন এবং দেখুন আপনি বারাক উপত্যকার মানুষের জন্য কী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনি সব-আবহাওয়া রাস্তার কথা বলেছিলেন তবুও মহাসড়ক অসম্পূর্ণ। আপনি শহর ব্যবসায়িক কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বারাক উপত্যকায় একটি ও নেই। আপনি একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাই কোর্টের বেঞ্চ, একটি মিনি-সচিবালয় এবং বারাক নদীর ওপর পাঁচটি সেতুর কথা বলেছিলেন। এগুলো কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি," মন্তব্য করেন তিনি।শেষে সুস্মিতা বলেন, "আপনার প্রতিশ্রুতি ও পারফরম্যান্সের জন্য আমি যদি নম্বর দিতাম, তবে আপনার জন্য শূন্য দিতাম।"এ সমালোচনা আসে একদিন পরে, যখন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সিলচর সফরের সময় উল্লেখ করেছিলেন যে, কংগ্রেস একসময় পুরো বারাক উপত্যকার জন্য ১,০০০ কোটি টাকার ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তাঁর সরকার এখন শুধুমাত্র সিলচরের জন্য ১,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের রোডম্যাপ তৈরি করেছে।

বিহারে নির্বাচনের আগে উসকানিমূলক জাতি ভিত্তিক গানের বিরুদ্ধে কড়া সতর্কতা পুলিশের

পাটনা, ২৫ অক্টোবর : নির্বাচনের আগে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কড়া অবস্থান নিল বিহার পুলিশ। জাতিভিত্তিক উসকানিমূলক গান ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) বিনয় কুমার।

তিনি বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। কেউ যদি জাতিগত উত্তেজনা সৃষ্টি করার মতো আপত্তিকর বা দ্ব্যর্থবোধক গান, বিশেষত ভোজপুরি গান, শেয়ার করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

ডিজিপি জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সোশ্যাল মিডিয়ার নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা মিলে কমিশনের নির্দেশ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করছে।

উল্লেখ্য, ২৪৩ সদস্যের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দুটি পর্যায়ে ভোট গ্রহণ হবে৬ নভেম্বর ও ১১ নভেম্বর। ভোটগণনা হবে ১৪ নভেম্বর। ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, সোশ্যাল মিডিয়া রাজনৈতিক প্রচারের নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি প্ল্যাটফর্মে জাতিভিত্তিক বার্তা ছড়াতে গান ও 'রিল' পোস্ট করছেন। বহুক্ষেত্রে এসব পোস্টে দ্ব্যর্থবোধক ও উত্তেজনামূলক ভোজপুরি গানের ব্যবহার করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখার সাইবার সেল এ পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনায় ১০টি এফআইআর দায়ের করেছে। এছাড়া ৫৩টি স্টেশন ডায়েরি এন্টি করা হয়েছে এবং প্রায় ১৬টি আপত্তিকর পোস্ট মুছে ফেলা হয়েছে, বলে জানিয়েছে পুলিশ। আরও বহু অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সিনথেটিক কনটেন্টের দায়িত্বশীল ব্যবহারের বিষয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। কমিশনের এক চিঠিতে বলা হয়েছে, "সিনথেটিক বা এআই-সৃষ্ট তথ্য ব্যবহার ও প্রচার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য গভীর হুমকি। এই ধরনের কনটেন্ট সত্যের মুখোশ পরে ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে পারে, যা নির্বাচনী সততা ও জনবিশ্বাসের জন্য বিপজ্জনক।" কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে তারা যেন আইটি নিয়মাবলী, ২০২১ এবং কমিশনের পূর্ববর্তী সব নির্দেশিকা ও পরামর্শ যথাযথভাবে মেনে চলে।

বিহার পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের এই দ্বিমুখী সতর্কতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ভোটের আগে জাতিগত বিভাজন বা প্রযুক্তি-ভিত্তিক ভুয়ো প্রচার কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

"এই সরকার রিপোর্ট লুকোয় না": যমুনা দূষণ নিয়ে দিল্লি মন্ত্রীর জবাব, ছটপুজো ঘিরে রাজনৈতিক তপ্ততা

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ছটপুজোর ঠিক আগে যমুনা নদীর জলমান নিয়ে প্রকাশিত দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির রিপোর্ট ঘিরে শনিবার তীব্র রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছে রাজধানীতে। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, যমুনার অধিকাংশ অংশ এখনও স্নানের অনুপযোগী। এই রিপোর্ট সামনে আসার পর দিল্লি জলমন্ত্রী পারবেশ বর্মা বলেন, "আমাদের সরকার কোনও রিপোর্ট লুকোয় না। আমরা সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে যমুনাকে পরিষ্কার করার কাজ করছি।"

মন্ত্রী দাবি করেন, "৯ অক্টোবর নেওয়া নমুনা আর আজকের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। ঘাটে আসা মহিলারা বলছেন, এমন পরিষ্কার যমুনা আগে দেখেননি। এটা সাত মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা কখনও দাবি করিনি সাত মাসে যমুনা পুরো পরিষ্কার হবে। এটা তিন-চার বছরের প্রকল্প। তবে গত দশ বছরের তুলনায় এখন যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাচ্ছে।"

ডিপিসিসি-র রিপোর্টের ভিত্তিতে দিল্লি প্রদেশ আম আদমি পার্টির সভাপতি সওরভ ভারদ্বাজ অভিযোগ করেন, "যমুনার জল না পানযোগ্য, না স্নানযোগ্য। বিজেপি সরকার পুর্বাঞ্চলবাসীর জীবনের সঙ্গে খেলা করছে, বিহার ভোটের আগে দূষণ নিয়েও রাজনীতি করছে।"

এর জবাবে পারবেশ বর্মা বলেন, "ঘাটে দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে। সরকার পুরো কাজের স্বচ্ছতা বজায় রেখেছে।" তিনি জানান, ছটপুজোর জন্য যমুনার ধারে শতাধিক অস্থায়ী ঘাট তৈরি করা হয়েছে এবং সাফাই ও নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে।

অক্টোবর ২০২৫ সালের ডিপিসিসি রিপোর্ট অনুযায়ী, ৯ অক্টোবর নেওয়া নমুনা বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, পল্লা ছাড়া যমুনার কোনও প্রসারিত করা অংশ স্নানের উপযোগী নয়। তবে ২১ অক্টোবর হরিয়ানার হাতনিকুন্ড ব্যারাজ থেকে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার পর কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

দিল্লির ২৭টি প্রধান নর্দমার মধ্যে বেশিরভাগেরই দূষণমাত্রা নিরাপদ সীমার অনেক উপরে পাওয়া গেছে। মোট স্থগিত কঠিন পদার্থ, রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা, এবং জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা সব ক্ষেত্রেই বিপজ্জনকভাবে বেশি।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে মোলারবন্দ ও সাহিবাবাদ নর্দমা যেখানে বিওডি ১৪৫ দ্বত্ব্রন এবং সিওডি ৪১৬ দ্বত্ব্রন, যা অনুমোদিত সীমার প্রায় পাঁচগুণ। শাহদরা, সারিতা বিহার ব্রিজ ও সেন নার্সিং হোমের নর্দমাগুলিতেও উচ্চ দূষণ ধরা পড়েছে।

ছয়টি নর্দমা যেমন সুইপার কলোনি, সিভিল মিল, ওল্ড আগ্রা ক্যানাল, এবং জৈতপুর একেবারেই শুকনো ছিল। কেবল আবুল ফজল নর্দমার মান কিছুটা গ্রহণযোগ্য সীমার কাছাকাছি ছিল, যেখানে বিওডি ৪০ দ্বত্ব্রন এবং সিওডি ৯৬ দ্বত্ব্রন পাওয়া গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যমুনা পরিষ্কারে অবিলম্বে নর্দমাগুলির শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে প্রবেশ বন্ধ করা জরুরি।

বিহারের রাজনীতিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিয়ে নতুন বিতর্ক, এআইএমআইএম-এর প্রশ্নে অস্বস্তিতে মহাগঠবন্ধন

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : গঙ্গা ও তার উপনদীর মতোই বহমান বিহারের রাজনীতিযেখানে সামাজিক রদবদল, জাতিভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভোটের গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এক জটিল রাজনৈতিক চিত্র তৈরি করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে এবার নতুন করে সামনে এসেছে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন।

অসাদউদ্দিন ওয়াইসির নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন মহাগঠবন্ধনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেকেন একজন মুসলিম উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি, যখন বিহারের প্রায় ১৮ শতাংশ ভোটার মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত?

ওয়াইসি নেতৃত্বাধীন এআইএমআইএম এবার রাজ্যে ৩২টি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে, বিশেষত সীমাঞ্চল ও মিথিলাঞ্চল অঞ্চলে, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০২০ সালের নির্বাচনে এই দল সীমাঞ্চলে ৫টি আসন জিতে নজর কেড়েছিল, যদিও পরে তাদের মধ্যে ৪ জন বিধায়ক আরজেডি-তে যোগ দেন।

মহাগঠবন্ধনের পক্ষ থেকে মুকেশ সাহানি-কে উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে, যিনি নিশাদ-মল্লাহ-সহানি সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর সম্প্রদায়ের ভোটার সংখ্যা প্রায় ৯ শতাংশ। ফলে প্রশ্ন উঠছেসংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে তুলনামূলক ছোট গোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে প্রাধান্য দেওয়া কি রাজনৈতিক কৌশল, নাকি অন্তর্ভুক্তির অভাবের প্রতিফলন?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এআইএমআইএম-এর অবস্থান দুটি দিক থেকে দেখা যেতে পারেএকদিকে, এটি মুসলিম ভোট বিভাজনের কৌশল, যাতে মহাগঠবন্ধনের ঐতিহ্যগত ভোটব্যাঙ্ক দুর্বল হয়। অন্যদিকে, এটি মহাগঠবন্ধনের উপর চাপ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা, যাতে তারা নিজেদের 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' ভাবমূর্তি পুনর্বিবেচনা করে।

ওয়াইসি সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেনযে জোট ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার, তারা কেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বে পিছিয়ে?

এআইএমআইএম-এর চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তেজস্বী যাদব দৃশ্যত শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী। ২০২০ সালের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তাঁর কৌশল স্পষ্ট করেছেএআইএমআইএম-এর প্রভাব সীমিত এবং ভূগোল-নির্ভর।

তাঁর যুক্তি, এআইএমআইএম মূলত সেইসব আসনে প্রভাব বিস্তার করে যেখানে মুসলিম ভোট ৬০ শতাংশের বেশি, যেমন সীমাঞ্চলের কিছু এলাকা। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধারণত মুসলিম বনাম অ-মুসলিম প্রার্থী এই দুই মেরুতে সীমাবদ্ধ থাকে। এআইএমআইএম এই মেরুকরণের সুযোগ নেয়, কিন্তু রাজ্যব্যাপী কোনও স্থায়ী প্রভাব গড়ে তুলতে পারেনি।

আমেরিকান রাজনৈতিক বিশ্লেষক হ্যারি ব্লেয়ার-এর গবেষণার উল্লেখ করে বিশ্লেষকরা বলেনযখন কোনও এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা মুসলিম প্রার্থীকে সমর্থন করে; আর যখন সংখ্যালঘু, তখন ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু নেতৃত্বাধীন দলকেই ভোট দেয়। বিহারে এআইএমআইএম-এর প্রভাব এই তত্ত্বেরই প্রতিফলন।

মহাগঠবন্ধনের শিবির থেকে এআইএমআইএম-এর বিরুদ্ধে অভিযোগতারা নাকি বিজেপির "বি-টিম" হিসেবে কাজ করছে। যুক্তি, এআইএমআইএম মুসলিম ভোটকে ভাগ করে দিয়ে আসলে বিজেপিকে পরোক্ষভাবে সুবিধা দিচ্ছে, কারণ মুসলিম ভোট একত্র না থাকলে ধর্মনিরপেক্ষ শিবির দুর্বল হয়।

আগামী ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিহারের রাজনীতি আবারও গরম হতে শুরু করেছে। একসময় যেখানে সীমান্তবর্তী অনুপ্রবেশ ছিল আলোচনার কেন্দ্রে, এখন সেখানে উঠে এসেছে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব ও রাজনৈতিক বঞ্চনার প্রশ্ন। এআইএমআইএম সেই ফাঁকটিকেই কাজে লাগাচ্ছেহোক তা মহাগঠবন্ধনের চাপ বাড়াতে, বা নিজস্ব ভোটঘাঁটি গড়ে তুলতে।

বিহারের সমাজ-রাজনীতি আজ এক সঙ্কটময় মোড়ে দাঁড়িয়েএকদিকে পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি, অন্যদিকে মেরুকরণ ও জোট রাজনীতি। এআইএমআইএম-এর উত্থান শুধু ভোটের অঙ্ক নয়, বরং এটি বিহারের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন নির্দেশ করছে।যেভাবে গঙ্গার ঢেউ নতুন স্রোত তৈরি করে, তেমনই এই বিতর্কও বিহারের রাজনীতিতে নতুন স্রোতের জন্ম দিয়েছে। এখন দেখার, ২০২৫ সালের নির্বাচনে এই স্রোত কোন দিকে গড়ায়প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি জয়ী হয়, না বিভাজনের রাজনীতি।

শনিবার আগরতলা পূর্ব থানায় এক ডেপুটেশনে মিলিত হন মহিলারা। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শরৎ সাহিত্য ও গণমানস

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

অভাব সেখানে নিত্যসঙ্গী, মানুষের জীবন যেখানে বিধবার সাদা থানের মতো বিবর্ণ, আর সেখানেই গল্প লিখতেন শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা সময় ছিল, যখন সাহিত্য হয়ে উঠেছিল উচ্চ শিক্ষিত মানুষের শ্রেণির চর্চার মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র উনাদের কঠিন ভাষার দুর্গ দিয়ে অগনিত পাঠককে দুরে সরিয়ে রেখে ছিলেন। উনাদের কথা ও সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ধাহিত হয়ে সাধারণ মানুষের হৃদয় দুয়ারে দৃশ্যায়ন সহজ হয়নি পুরোপুরি। গণ মনস্তত্বের উপস্থাপন ঠিক ভাবে ঘটেনি সাধারণ পাঠকের মনে।

এক্ষেত্রে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমাজের সকল স্তরেই কলম উঁচিয়ে কাছাকাছি পৌঁছে গেছিলেন ভাষা সূত্রে ও সহজ বোধ্য লেখনীর উপস্থাপন ঘটিয়ে রোমাঞ্চক ও আবেগ জরিত এবং প্রতিবাদেচ্ছু লেখনীর দ্বারা।

এই বিশেষ গুনই শরৎ চন্দ্রকে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় করেছিল সাধারণ পাঠক মহলে। তার আগে এরকম ভাবে অভাবী মানুষের অন্তরে আঙুল দিয়ে কেউই কলম ধরেননি। সমাজের সাথে "নাপেরে উঠা" মানুষে দীর্ঘ শাসকে কেঁদে বুক ভাসাবার আয়োজন করেননি শরৎচন্দ্র। ঘনীভূত আবেগে সহজ কথার মাধ্যমে সহজ ভাবেই হৃদয়ে পৌঁছেদিয়েছিলেন। তার লেখনিতে।

উপনিবেশিক ইতিহাসে, সুদীর্ঘ রাজনৈতিক শোষন, আবার বাংলার নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষন, মানুষের অশ্রুজল, ব্যক্তির মনবেদনা, সমষ্টিগত অসফলতার প্রশ্ন, শরৎ চন্দ্রের সাহিত্যে প্রবেশে করলেই এই সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় অতী সহজেই। শরৎ চন্দ্রের লেখা, রমা "বিরাজবৌ" শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রীর মতো চরিত্রগুলো তারই প্রতিফলন। তার রচনায় সমাজের সকল স্তরের অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের জীবন, বিশেষ ভাবে নারীর সংগ্রাম মনস্তত্ব, বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে খুব সুন্দর ও সাবলীলভেবে।

তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক প্রথা, অশিক্ষা, এ সব চিত্র তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্র। ঐ সমস্ত কঠোর নিয়ম ও ব্যক্তিগত মানুষিক দ্বন্ধের কারণে, তিনি অচল সমাজ ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন।

নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্ঠিভঙ্গী, শরৎ চন্দ্রের সাহিত্যর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি কেবল মাত্র নারীদের বহুমাত্রিক চরিত্র তুলে ধরেছেন তার রচনায়। এই চরিত্রগুলো কেবলমাত্র পুরুষশাসিত সমাজের শিকারই নয়, বরং প্রতিবাদই ও ব্যক্তিত্বময়। সমাজের চোখে পতিতা ও কলঙ্কীনি রূপে সনাক্ত নারীদের মাঝ্যে ও মানসিক সত্তায় সন্ধান করেছেন তিনি।

শরৎ চন্দ্রের রচনায় মূলত সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যারা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণি সংগ্রাম ও একে অপরের মানবিক সম্পর্কের গভীর সুখ দুঃখের দিকগুলো বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর মাঝে তুলে ধরেছেন তিনি।

সহজ ভাষা, সাবলীল বোধগম্য, আবেগপূর্ণ বর্ণনা আর যার ফলেই সাধারণ পাঠক মহলে কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার কথা সাহিত্য সমাজ শক্তিশালী প্রতিবাদ হিসাবে কাজ করে। তাই তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন অপ্রতিদ্বন্দী লেখক।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম এক অতী দরিদ্র পরিবার শরৎ চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তার জন্ম সাল ও দিন। পিতার নাম ছিল মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। আর মাতার নাম ভুবনমোহনী দেবী। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ভূবন মোহিনীর দ্বিতীয় সন্তান। দারিদ্রতার কারণে মতিলাল আর তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ভাগলপুর শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। এই কারণেই শৈশবের অধিকাংশ সময়ই এই ভাগলপুরেই কাটিয়েছেন শরৎ চন্দ্র।

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দারিদ্রতা যে কত নিষ্ঠুর তার কষ্টের হয় তা তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরোলেন যৌবনকাল হইতেই। ছাত্রজীবন শুরু হয় ভাগলপুর জেলা স্কুলে। ছাত্র হিসেবে তিনি খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। দারিদ্রতার কারণেস্কুলের পরীক্ষার ফি দিতে পাবেননি তিনি। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে শরৎ চন্দ্রের অতী আগ্রহ ও মেধা লক্ষ্য করেই তেজ নারায়ণ জুবিলী কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক পাঁচ কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ চন্দ্রকে তার স্কুলে ভর্তি করে দেন। পরবর্তী কালে এই স্কুল হইতেই শরৎ চন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে। এই সময়েই তিনি আর মাতামহের ছোট ভাইয়ের পুত্রকে প্রতিরাতে পড়াশুনার প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতেন। কিছু দিন পর পিতার উপর কোন এক কারণবশত অভিমানী হয়ে গৃহত্যাগ করেন শরৎ চন্দ্র। এর কিছু দিনপর শরৎ চন্দ্রের পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তিনি ভাগলপুর ফিরে এসে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন এবং পুনরায় কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই সময় "মন্দির" নামে একটি গল্প লিখে প্রতিযোগীতায় পাঠালে তা বিজয়ী ঘোষিত হয় এবং জনপ্রিয়তা ও প্রচুর পায়। লকাতায় ছয় মাস কাটানোর পর রেঙ্গুন চলে যান চাকুরির উদ্দেশ্যে। রেঙ্গুনে রেলওয়েতে কিছুদিন চাকুরি করেন। দুই বছর চাকুরি করার পর, হঠাৎ চাকুরি চলে যায় শরৎচন্দ্রের। অতঃপর বর্মার "পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টাসে" চাকুরি পান, টানা দশ বছর এই চাকুরি করেন শরৎ চন্দ্র। এই সময়েই তিনি Continious লেখে যেতেন গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি।

১৮৯২ সালে আবার দেশে ফিরে আসেন এবং "যমুনা" নামক একটি সাপ্তাহীক পত্রিকায় লেখা পাঠান। শরৎ চন্দ্রের লেখা, "রামের সুমতী" গল্পটি তখনই যমুনা পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। একমাস দেশে থেকে আবার রেঙ্গুন চলে যান। ওখান থেকেই "ভারতবর্ষ" পত্রিকার জন্য লেখা পাঠান। এবং খুব সম্ভবত এই সময়েই শরৎ চন্দ্র "বড়দিদি" পুস্তাকারে প্রকাশ করেন বন্ধু ফনিন্দ্র নাথের সাহায্যার্থে। এবং এই সময় হইতেই তার গল্প, উপন্যাস, একে একে প্রকাশিত হতে থাকে পুস্তকাস্বারে। ১৮৯৬ সালে চাকুরিগত মনোমালিন্যের কারণে ইস্তফা দিয়ে দেশে আবার ফিরে আসেন। রেঙ্গুন থাকাকালীন শরৎ চন্দ্র এক ব্রাহ্মণ মিস্ত্রীর কন্যা শান্তি দেবীর সাথে প্রনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সেখানে শরৎ চন্দ্রের এক পুত্র সন্তান ও হয়। কিছু দিন এই ভাবে কানোর পর হঠাৎ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তিদেবী ও তার পুত্র মৃত্যু বরণ করেন। শরৎ চন্দ্র তাদের বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। ঐ সময়ে রেঙ্গুনে ভয়ানক প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল ঘরে ঘরে। এর অনেক কাল পর ১৪ বছরের এক কন্যা মোক্ষদাকে বিয়ে করেন শরৎচন্দ্র। এই মোক্ষদাই যিনি হিরন্ময়ীদেবী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের দেওয়া নাম।

শরৎ চন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকতেন এবং চিকিৎসাকের পরামর্শে চলতেন। তা সত্যেও তিনি সর্বদাই সাহিত্য চর্চায় ও তার লেখা চালিয়ে যেতেন।

চিকিৎসকের বিশেষ অনুরোধে তিনি "দেওঘর" তিন চার মাস কাটিয়েছিলেন সুস্থতার জন্য। আবার কোলকাতায় ফিরে আসেন। অসুস্থতার মাঝেও তিনি থেমে থাকেননি কোন দিন। এক এক করে উপন্যাস, নাটক, গল্প লিখে যেতেন।

কোলকাতায় চিকিৎসকের তত্বাবধানে থেকে আবার যকৃতে ক্যান্সার ধরা পরে শরৎ চন্দ্রের। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায় শরৎ চন্দ্রের অস্ত্রপচারের জন্য মত দেন। ১৯৩৮ সালের ১২ জানুয়ারি শল্য চিকিৎসক ডা: ললিত মোহন ব্যানার্জি শরৎচন্দ্রের দেহে অস্ত্রপচার করেন। এর চার দিন পর অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি সকাল ১০ টায় শরৎ চন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেষ রক্ষা আর সম্ভব হয়নি। বহু দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রনা, অভাবের মধ্যেই কাটিয়েছেন শরৎ চন্দ্র জীবনে যতদিন বেঁচেছিলেন। থেমে থাকেননি কোনদিন। লিখে গেছেন বহু উপন্যাস, গল্প, কথা সাহিত্য ইত্যাদি। তার লিখিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম "বড়দিদি" "বিরাজ বৌ", "পরিণীতা", "মেজদিদি", "চন্দ্রনাথ", "শ্রীকান্ত", "দেবদাস", "গৃহদাহ", "শুভদা", "পথের দাবী", "চরিত্রহীন" ইত্যাদি আরও অনেক।

পরবর্তীকালে, "ষোড়শী" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে কলকাতা "স্টার থিয়েটারে এবং বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই নাটকখানা। অন্য একটি নাটক "বিজয়া" এটিও মঞ্চস্থ হয়েছে এবং ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলো হলো, "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে", "নিষ্কৃতি", "স্বামী", "মহেশ", "অনুরাধা", এছাড়াও আরও অনেকরচনা। শরৎ চন্দ্রের লেখা প্রবন্ধগুলো হলো, "নারীর মূল্য", "স্বদেশ সাহিত্য", "স্মৃতি কথা", "অভিনন্দন", "গুরু শিষ্য সংবাদ", স্বরাজ সাধনায় নারী ইত্যাদি।

শরৎ চন্দ্রের লেখা প্রতি গল্প, উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলো ছিল সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি, যারা সমাজ ব্যবস্থায় নির্যাতিতও অবহেলিত। তিনি তার অসাধারণ রচনার মধ্য দিয়ে মানুষের অতী সাধারণ জীবন যাপন ও ভেতরের অদৃশ্য মানবিকতাকে সাহিত্যের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালির হৃদয়ে অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল। তিনি বাস্তববাদী ও সমাজ সচেতনতার সৃষ্টি করেছেন যা বাংলা সাহিতো এক নতুন ধারা এনেছেন। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম অবদান হলো তিনি সমাজের নানা কুসংস্কার যেমন- পুরুষতান্ত্রীকতা, বিধবা বিবাহ, নারীর অবমাননা ইত্যাদি বিষয়কে উপজীব্য করেন সাধারণ পাঠক ও সাহিত্য মহলে। নিপীরিত সমাজের প্রতি সমবেদনা, বঞ্চিত নারী জাতির সংবেদনশীল মূল্যায়ণ, ভন্ডামীর বিরুদ্ধে আপসহীন জেহাদ, নারীর বেদনার মমতাময়ী উচ্চারন চিৎকার প্রভৃতি উপাদানে ভরপুর রচনা শরৎ উপন্যাস, গল্প নাটক স্বতন্ত্রে দিপীত।

প্রতিটি সাহিত্যে সহজ ভাষারীতি ও বাচন ভঙ্গিতে ভাবাবেগের আতিচার্য। অভিনব ভাবে সমাজ ও পরিবার রস সৃষ্টিতে তিনি সার্থক।

নারী বা পুরুস্থযে কোন চরিত্র, প্রায় সবলেখাতেই একটা বিশেষ প্যাটার্নে রূপ দিয়েছেন শরৎ চন্দ্র। "নারীকে" তিনি শুধু "শ্রেয়সী" হিসাবেই নয় বরং কোথাও আবার "কল্যাণী মাতৃ" ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে।

পুরুষ তার পৌরষ কাঠিণ্যের বদলে পরনির্ভশালী ও উদাসীন রূপেই উপস্থাপিত তার রচনায়। সংক্ষেপে শরৎ সাহিত্য গণ মানুষের সাহিত্য। সমাজের খেটে খাওয়ার মানুষগুলো কেবলমাত্র সমাজ ও ধর্মের বিধিনিষেধে "দাস" নয় তাদের ও নিজস্ব আবেগ স্নেহ ভালোবাসার অধিকার আছে। তিনি প্রতিটি চরিত্রকে তার মানবিক আবেগকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এই কারণেই শরৎ সাহিত্যে সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকা সমাজ পরিবারের মানুষের এক প্রমানিত দলিল।

শরৎ চন্দ্রের লেখার মূল শক্তি ছিল সব অংশের মানুষের প্রতি সমাত্র ভালোবাসা ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষন। এই সমস্ত কারণেই তিনি আর অন্যান্য সাহিত্যিকদের চেয়ে আলাদা বলা যায়। অতি সাধারণ শ্রেণির মানুষের কাছে তিনি লেখক হিসাবে স্থায়ী জায়গা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।

একজন নিখুত পর্যবেক্ষক হিসাবে শরৎ চন্দ্র তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবনকে নিবির ভাবে উপলব্ধী করেছেন ও তার সাহিত্য লেখনীতে ফুটে তুলেছেন। যাহা বাস্তব সম্মত ভাবে উঠে এসেছে সাধারণ পাঠকের কাছে।

দারিদ্রের কশাঘাতে জরজরিত সম্প্রদায়ের যন্ত্রনা ও তৎকালীন প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণির দ্বারা শোষনের চিত্র স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন তার লেখনীতে।

মানুষকে কোন ততের মাধ্যমে নয়, ভাবাবেগে মনের গভীরে প্রবেশ করে ব্যাখা যারা বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন লেখনীতে। শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রায়সই জাতীয়তাবাদী এক বিপ্লবী চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, যা দেশবাসীকে সোচ্চার ভাবে জানিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

"গণমানস" কথাটির মানে হলো সাধারণ মানুষের "মন"। অর্থাৎ মানুষের মানষিকতা, সম্মিলিত চিন্তা, ভাবনা, ধারনা ও আবেগ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বা অবস্থা নিয়ে মনের প্রতিছবি বোঝায়। কখনও সমাজের শোষন, অত্যাচার, জুলুম, দমনও আবার কান্নায় ভরিয়ে দেয়া হৃদয়, আবেগ মন্থিত রূপ, অবশেষে মন প্রতিবাদ। এই সকল কারণেই সাহিত্যিক ও কথা শিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সমাজ দার্শনিক ও গণ মানসের কথা শিল্পী হিসাবে অমর হয়ে রয়েছেন ও থাকবেন চিরকাল মানুষের হৃদয়ান্তরে। আজ এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।

দুপুরে খাবার না খেলে কী ঘটে শরীরে

কর্মব্যস্ত জীবনে অনেকেই দুপুরের খাবার সময়মত খেতে পারেন না বা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে থাকেন। অনেকেই আবার ডায়েটের জন্য দুপুরে খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

নিজেকে ফিট রাখার জন্যও কেউ কেউ নিয়ম করে প্রতিদিনই দুপুরের খাবার বাদ দেন। কিন্তু এভাবে খাবার বাদ দেয়ার কারণে শরীরের যে ক্ষতি হয়, তা অনেকেই জানেন না। দুপুরে খাবার খাওয়া বাদ দিলে শরীরে কী ঘটে, তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম। তাহলে এ ব্যাপারে জেনে নেয়া যাক।

দুপুরে খাবার খাওয়া বাদ দিলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, ঘাম, কাঁপুনি, এমনকি জ্ঞান হারানোর আশঙ্কাও দেখা দেয়। আবার এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে এর প্রভাবে ইনসুলিন সেনসিটিভিটি কমে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

বিপাক ধীর হওয়া:- দুপুরে না খেলে শরীর শক্তি হারাতে থাকে এবং বিপাক ধীর হয়। এ কারণে শরীরের ক্যালোরি পোড়ানোর ক্ষমতা কমে। ওজন বাড়তে থাকে। শরীর তখন সারভাইভাল মোডে চলে যায়।

বেশি খাওয়ার প্রবণতা:-

দুপুরে না খাওয়ার কারণে সন্ধ্যা বা রাতে অনেক বেশি ক্ষুধা পায় এবং তখন অল্প সময়ে অনেক বেশি খাবার খাওয়া হয়। এ কারণে ওজন বৃদ্ধিসহ গ্যাস-অ্যাসিডিটি ও বদহজম হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

পুষ্টির ঘাটতি:- দুপুরে খাবার বন্ধ করার কারণে ফাইবার, আয়রন, প্রোটিন, ভিটামিন বি১২ ও ক্যালসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয় শরীর। ফলে চুল পড়া, ত্বক রুক্ষ হওয়া, ক্লান্তি বোধ হওয়া এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসের মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়া:- জিঙ্ক, ভিটামিন সি ও প্রোটিনের ঘাটতি থেকে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এ কারণে ভাইরাল সংক্রমণ, ঠান্ডা-কাশি, এমনকি গ্যাসট্রো-ইনফেকশন পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

হজমের সমস্যা:- দীর্ঘ সময় পেট খালি থাকলে পাকস্থলীতে অ্যাসিড জমা হয়। যা অ্যাসিড রিফ্লাক্স, বুক জ্বালা, গ্যাসট্রিক, গ্যাস্ট্রাইটিস এবং অনেক সময় আলসারের মতো জটিল সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে।

হৃদরোগের ঝুঁকি:-

দুপুরে খাবার না খাওয়ার কারণে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) বেড়ে যায় এবং রক্তচাপ কম-বেশি হতে পারে। আর এমনটা চলতে থাকলে হৃদরোগ, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকে অনেকাংশে বেড়ে যায়।

সকালে খালি পেটে কাঁচা ছোলা খাওয়ার আশ্চর্য উপকারিতা

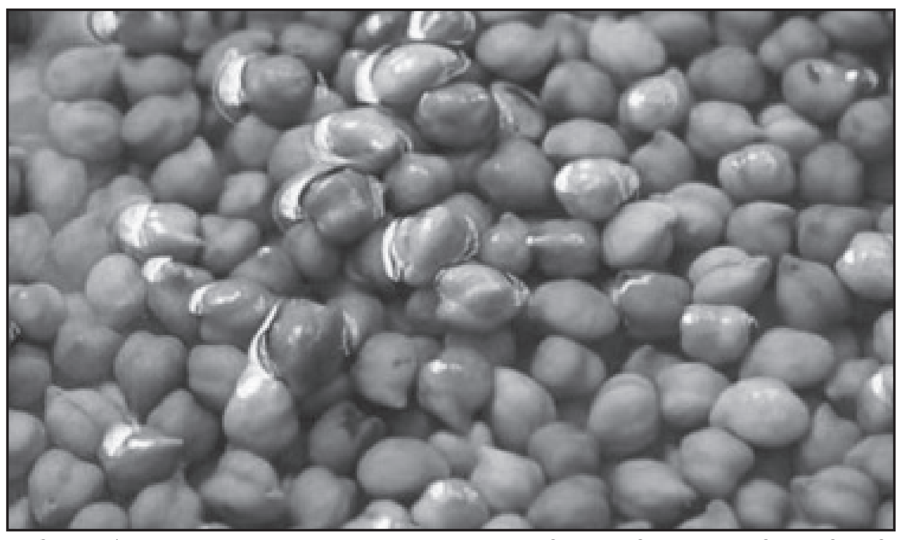

সকালে খালি পেটে এক মুঠো ভেজানো কাঁচা ছোলা খাওয়া শরীরের জন্য হতে পারে সোনার চাবি। সহজলভ্য ও সুলভ এই খাদ্য উপাদান শুধু শক্তি জোগায় না, শরীরকে রাখে ভেতর থেকে সুস্থ ও সবল। পুষ্টিবিদদের মতে, ভেজানো কাঁচা ছোলায় রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, ফাইবার, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়ামসহ নানা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। নিয়মিত সকালে এক মুঠো ছোলা খাওয়ার মাধ্যমে শরীরে দেখা দিতে পারে একাধিক ইতিবাচক পরিবর্তন। ১. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে ছোলায় ফাইবার ও প্রোটিনের পরিমাণ বেশি এবং ক্যালোরি খুবই কম। এতে দীর্ঘসময় পেট ভরা থাকে, ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের জন্য এটি হতে পারে আদর্শ খাদ্য। ২. রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ছোলায় থাকা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফাইবার একসঙ্গে কাজ করে রক্তে গ্লুকোজ ধীরে প্রবেশ করায়। এতে রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। ৩. চুল রাখে সুন্দর ও মজবুত ভেজানো ছোলায় রয়েছে ভিটামিন এ, বি৬, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ, যা চুলের গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া কমায় এবং চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখে। ৪. রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে ছোলার ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম রক্তচাপ ঠিক রাখতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে এটি খারাপ কোলেস্টেরল কমায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকিও হ্রাস পায়। এছাড়া এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে ভূমিকা রাখে। ৫. হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করে আয়রন সমৃদ্ধ ছোলা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ায়। অ্যানিমিয়ায় ভোগা ব্যক্তি কিংবা দুর্বলতায় আক্রান্তদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদেরও খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে ভেজানো ছোলা।

যেসব উপকার পাবেন নিয়মিত আঙুর খেলে

সুস্থ থাকার জন্য স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি ফলমূলের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে আঙুর স্বাদে যেমন মজার, তেমনই স্বাস্থ্য রক্ষায় উপকারী।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

চিকিৎসা ও গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত আঙুর খাওয়া শরীর, ত্বক এবং মন সবকিছুর জন্যই উপকার বয়ে আনে।

গবেষণায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন এক মুঠো আঙুর বা এক গ্লাস আঙুরের রস খেলে শরীরের জন্য নানা ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আঙুরের পলিফেনল ও রেসভেরাট্রল উপাদান ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। আঙুর খাওয়ার প্রধান উপকারিতাগুলো হলো- ডিটক্স: শরীরকে টক্সিনমুক্ত রাখে।

ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক: এতে থাকা পলিফেনল ও রেসভেরাট্রল নামক উপাদান ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য: ১৫০ গ্রাম আঙুরে মাত্র ১০০ ক্যালরি। হার্টের যত্ন: খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে হার্ট সুস্থ রাখে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: প্রচুর পটাশিয়াম থাকায় রক্তচাপ কমায়।

পাচনতন্ত্রের বন্ধু: হজমশক্তি বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। ডায়াবেটিস ঝুঁকি হ্রাস: টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।

চোখের যত্ন: ক্যাটারাক্ট ও অন্যান্য চোখের সমস্যায় সাহায্য করে।

ত্বক ও চুল: ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে, ব্রণ ও প্রদাহ কমায়, চুল মজবুত রাখে। মন ভালো রাখে: অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমায়।

ডায়েটের জন্য পারফেক্ট: ১৫০ গ্রাম আঙুরে মাত্র ১০০ ক্যালরি, তাই যারা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তাদের জন্য দারুণ।

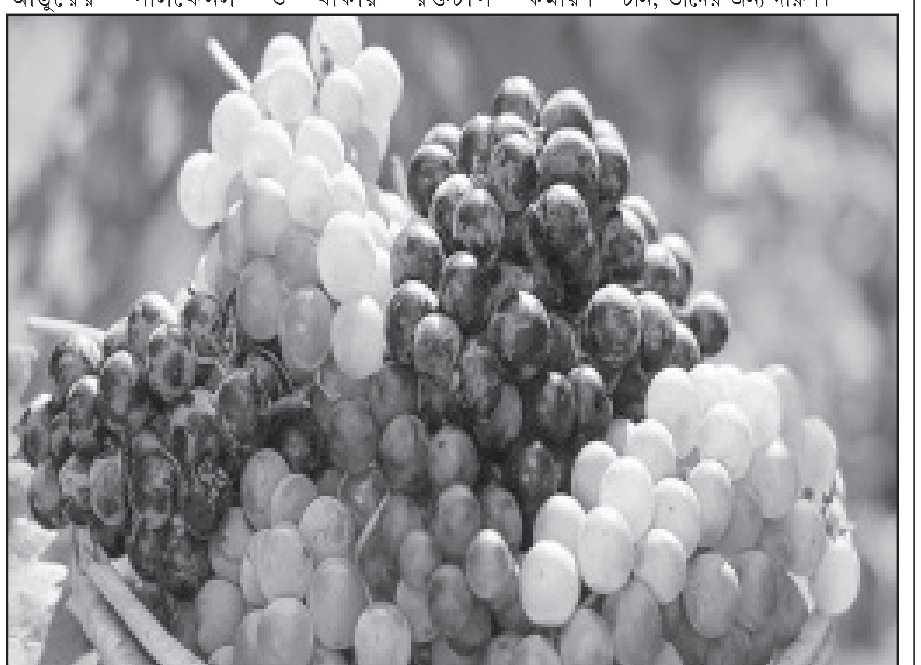

অ্যানথ্রাক্স: কী, কীভাবে ছড়ায় ও প্রতিকার

দেশের উত্তরাঞ্চলীয় রংপুর জেলায় অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত দুই মাসে জেলায় শতাধিক গরু অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। পাশাপাশি, অর্ধশতাধিক মানুষও সংক্রমিত হয়েছে। যার মধ্যে পীরগাছা উপজেলায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী মিঠাপুকুরে ৬ জন আক্রান্ত হলেও স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী ১৫ জনেরও বেশি মানুষ সংক্রমিত হয়েছে। রংপুরের পাশাপাশি মেহেরপুরের তিন উপজেলার ৪৬৪ জন অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়েছেন।

অ্যানথ্রাক্স কী ও কীভাবে ছড়ায়?

অ্যানথ্রাক্স মূলত ব্যাকটেরিয়াজনিত গুরুতর সংক্রামক রোগ। ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস ব্যাকটেরিয়ার কারণে এ রোগ হয়। এটি মূলত গবাদিপশুতে দেখা যায়, তবে সংক্রমিত পশু বা তাদের পণ্য (চামড়া, পশম, মাংস) থেকে মানুষও আক্রান্ত হতে পারে।

অ্যান্টিবায়োটিক মানুষ সাধারণত তিনভাবে সংক্রমিত হতে পারে:- ত্বকের মাধ্যমে: সংক্রমিত পশুর চামড়া বা পশম স্পর্শ করলে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে: স্পোরযুক্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করলে। খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে: সংক্রমিত পশুর মাংস খেলে। চিকিৎসা সরঞ্জাম উপসর্গ- ত্বকের অ্যানথ্রাক্স: চুলকানিযুক্ত বাম্প, পরবর্তীতে ব্যাথাহীন কালো আলসার, জ্বর, মাথাব্যথা। শ্বাসনালী/ফুসফুসের অ্যানথ্রাক্স: ফ্লু-সদৃশ লক্ষণ, জ্বর, কাশি, পেশী ব্যথা; গুরুতর হলে শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা। পরিপাকতন্ত্রের অ্যানথ্রাক্স: বমি, জ্বর, পেটে ব্যথা। গুরুতর হলে রক্তাক্ত ডায়রিয়া ও অন্ত্রের প্রদাহ। প্রতিরোধ ও করণীয়- ১.পশুদের নিয়মিত অ্যানথ্রাক্স টিকা দেওয়া। ২.সংক্রমিত পশু বা মৃত পশুর সংস্পর্শ এড়ানো। ৩.আক্রান্ত পশুর জবাই বন্ধ রাখা। পশু স্বাস্থ্য পণ্য ৪.মৃত পশু মাটির গভীরে পুঁতে সৎকার করা। ৫.মৃত পশু সৎকারের সময় গ্লাভস ও সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করা। ৬.সচেতনতা বাড়ানো ও সতর্কতা অবলম্বন করাই এই মারাত্মক রোগের সংক্রমণ রোধের প্রধান হাতিয়ার।

পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার শনিবার রাজধানী আগরতলার মাস্টার পাড়া পরিদর্শনে গেলেন। ছবি নিজস্ব

ছট পূজার সূচনায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ছট পূজার প্রথম দিন 'নহায়-খায়' উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তিনি একাধিক পোস্টে চার দিনব্যাপী এই আস্থার উৎসবের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মোদী লেখেন, "স্নান ও আহারের পবিত্র আচার দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে চার দিনব্যাপী ছট উৎসব। দেশজুড়ে, বিশেষত বিহারের সকল ভক্তকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। যারা এই কঠোর উপবাস পালন করছেন, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের সংস্কৃতির এই মহোৎসব সরলতা, সংযম ও শুদ্ধতার প্রতীক। ছট ঘাটে দেখা যায় পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতির অনন্য দৃশ্য, যা আমাদের সমাজজীবনে এক অমূল্য প্রেরণা। এই প্রাচীন উৎসব আমাদের সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে।"

প্রধানমন্ত্রী আরও আশীর্বাদ কামনা করে বলেন, "আজ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ভারতীয় পরিবারগুলি ছট উৎসব পালন করছেন। ছটী মাইয়া যেন সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বর্ষণ করেন।"

তিনি বলেন, "ছট মহাপর্ব বিশ্বাস, উপাসনা ও প্রকৃতিপ্রেমের এক অনন্য মেলবন্ধন। অস্ত ও উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান যেমন ভক্তির প্রতীক, তেমনি এতে প্রকৃতির রঙও মিশে আছে। ছটের গান ও সুরে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির বিশেষ ছোঁয়া রয়েছে।"

মোদী স্মরণ করেন বিহারের 'কোকিল' নামে পরিচিত প্রয়াত শিল্পী শারদা সিনহাকে, যিনি ছটের গানে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গতকালই আমি বেগুসরাই সফরে গিয়েছিলাম যেখানে শারদা সিনহার গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি এবং অন্যান্য বিহারী লোকশিল্পীরা ছট উৎসবকে তাঁদের সুরে অমর করে রেখেছেন।"

তিনি আরও জানান, "এই মহান উৎসবে আমি ছটী মাইয়ার কয়েকটি গান সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি, যেগুলি শুনলে যে কেউ মুগ্ধ হবে।"প্রথম দিনে 'ভ্রতী' বা উপবাসীরা নদী বা পুকুরে স্নান করে শরীর ও মন শুদ্ধ করেন এবং আরওয়া চাল, লাউয়ের তরকারি, ছানা ডাল, আমলকির চাটনি ও পাপড় দিয়ে তৈরি 'সাত্ত্বিক আহার' গ্রহণ করেন। পরে এই খাদ্যই 'প্রসাদ' হিসেবে পরিবারে ও সমাজে ভাগ করে নেওয়া হয়।

দেশজুড়ে বিভিন্ন ঘাটে হাজার হাজার ভক্তের সমাবেশের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে এই পবিত্র উৎসব।সরলতা, নিষ্ঠা ও শুদ্ধতার প্রতীক ছট পূজা প্রকৃতি ও মানবতার এক অপূর্ব সংযোগ। ফল, শাকসবজি ও মিষ্টি নিবেদনের মাধ্যমে ভক্তরা প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শরীর, মন ও আত্মার পবিত্রতা অর্জনের এই অনুশাসিত উপাসনাই ছট পূজার আসল বার্তা প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের সুরেলা সম্পর্ক ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক।

ভারতের 'ত্রিশূল' সামরিক মহড়া ঘিরে চিন্তিত ইসলামাবাদ, পাকিস্তানের আকাশসীমায় উড়ান সীমিত

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ভারতের সীমান্তঘেঁষা সির ক্রিক অঞ্চলে বৃহৎ ত্রিসেনা মহড়া 'ত্রিশূল' শুরু হওয়ার আগে পাকিস্তান তার আকাশসীমায় একাধিক বিমান চলাচলের পথ সীমিত করল। ইসলামাবাদের এই পদক্ষেপকে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা ভারতের আসন্ন সামরিক কার্যক্রমের প্রতি চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন।

ভারত ৩০ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সির ক্রিক সীমান্তে এই বৃহৎ ত্রিসেবা মহড়া আয়োজনের জন্য নোটাম জারি করেছে। এর পরপরই পাকিস্তানও ২৮ ও ২৯ অক্টোবরের জন্য নিজেদের মধ্য ও দক্ষিণ আকাশসীমায় একাধিক রুটে উড়ান সীমিত করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। যদিও পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কারণ জানায়নি, বিশ্লেষকদের মতে, এটি হয়তো কোনো সামরিক মহড়া বা অস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতির ইঙ্গিত হতে পারে।

'অপারেশন সিন্দুর' পর থেকে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় পাল্টা সামরিক মহড়া ও নোটাম জারি এক নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই দেশই নিয়মিতভাবে আকাশসীমা সংরক্ষণ ও সতর্কতা জারি করে নিজেদের প্রস্তুতি প্রদর্শন করছে।

স্যাটেলাইট বিশ্লেষক ড্যামিয়েন সাইমন প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, ভারতের 'ত্রিশূল' মহড়ার জন্য নির্ধারিত আকাশসীমা প্রায় ২৮,০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। সাইমনের মতে, এ ধরনের বৃহৎ পরিসরের সমন্বিত সামরিক মহড়া সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খুবই অসাধারণ এবং কৌশলগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই মহড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার যৌথ কার্যক্ষমতা, আত্মনির্ভরতা (আত্মনির্ভর ভারত) এবং নবপ্রযুক্তির প্রয়োগ প্রদর্শন করা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "দক্ষিণ কমান্ডের সৈন্যরা এই মহড়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। ক্রিক ও মরুভূমি অঞ্চলে আক্রমণাত্মক অভিযান, সৌরাষ্ট্র উপকূলে উভচর অভিযান এবং বহু-মাধ্যমে যৌথ কৌশলগত মহড়া পরিচালিত হবে।"

ভারতের এই মহড়া এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সম্প্রতি পাকিস্তানকে সতর্ক করে বলেন, "যদি পাকিস্তান সির ক্রিক অঞ্চলে কোনো দুঃসাহস দেখায়, তবে জবাব এমন হবে যা ইতিহাস ও ভূগোলদুটোই বদলে দেবে।"

গুজরাট ও সিন্ধের মাঝখানে অবস্থিত ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সির ক্রিক একটি জনশূন্য ও জলাভূমিময় এলাকা। এর নিয়ন্ত্রণ আরব সাগরের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথে প্রবেশাধিকার নির্ধারণ করে, ফলে এর কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছিল, পাকিস্তান সম্প্রতি ওই এলাকায় সামরিক অবকাঠামো নির্মাণ বাড়িয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেই ভারতের এই বৃহৎ মহড়া ইসলামাবাদের উদ্দেশে এক স্পষ্ট বার্তা বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

অপারেশন সিন্দুর সময় ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নয়টি জঙ্গি ঘাঁটি ও ১১টি সামরিক লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই পাকিস্তান ভারতের সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক।

বর্তমানে সির ক্রিক সীমান্তে ভারতের ত্রিশূল মহড়া শুধু এক সামরিক অনুশীলন নয়, বরং একটি কৌশলগত বার্তা যে ভারত যেকোনো সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস —এর ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডার ভাষণ

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা শনিবার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, নয়াদিল্লির ৫০তম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা ও রোগী পরিষেবায় ভারতের গর্ব এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করেন।

স্নাতকদের অভিনন্দন জানিয়ে নাড্ডা বলেন, "সহানুভূতির সঙ্গে সেবা করুন, নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখুন এবং পরিবর্তনশীল স্বাস্থ্যচাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনকে গ্রহণ করুন।"

মন্ত্রী দেশের স্বাস্থ্য অবকাঠামোর গত এক দশকের উন্নতির দিকটিও তুলে ধরেন। তিনি জানান, "একসময় দেশে মাত্র একটি এইমস ছিল, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩-এ। এটি প্রমাণ করে সরকার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর।"

নাড্ডা জানান, গত ১১ বছরে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩৮৭ থেকে বেড়ে ৮১৯ হয়েছে। এমবিবিএস আসন বেড়েছে ৫১ হাজার থেকে ১,২৯ হাজারে, আর পিজি আসন ৩১ হাজার থেকে বেড়ে ৭৮ হাজার হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরও ৭৫ হাজার আসন বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশের জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা জানান। স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম-এর তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, মাতৃমৃত্যুর হার ১৩০ থেকে নেমে ৮৮ হয়েছে, শিশু মৃত্যুর হার ৩৯ থেকে কমে ২৭ হয়েছে। পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার এবং নবজাতক মৃত্যুর হার যথাক্রমে ৪২ু ও ৩৯ু হ্রাস পেয়েছে যা বৈশ্বিক মানদণ্ডকেও অতিক্রম করেছে।

তিনি আরও জানান, ল্যানসেট পত্রিকার সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে টিবি সংক্রমণের হার ১৭.৭ু কমেছে যা বৈশ্বিক গড় ৮.৩ু-এর দ্বিগুণেরও বেশি।

স্নাতকদের উদ্দেশে নাড্ডা আহ্বান জানান, "এইমস-এর ঐতিহ্য ও গৌরব রক্ষা করুন, চিকিৎসা ও গবেষণায় অবদান রাখুন এবং সমাজের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করুন।"

অনুষ্ঠানে নীতি আয়োগের সদস্য প্রফেসর ভি.কে. পলও বক্তব্য রাখেন। তিনি স্নাতকদের উদ্দেশে বলেন, "উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনকে জীবনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করুন, একাডেমিয়ায় যুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের অনুপ্রাণিত করুন, এবং জ্ঞান, সহমর্মিতা ও নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে অংশ নিন।"

এই সমাবর্তনে মোট ৩২৬ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি অর্জন করেন, যার মধ্যে রয়েছেন ৫০ জন পিএইচডি স্কলার, ৯৫ জন ডিএম/এমসিএইচ বিশেষজ্ঞ, ৬৯ জন এমডি, ১৫ জন এমএস এম, ৪ জন এমডিএস, ৪৫ জন এমএসসি, ৩০ জন এমএসসি এবং ১৮ জন এম. বায়োটেক স্নাতক। এছাড়া, ৭ জন বিশিষ্ট চিকিৎসককে এইমস-এ দীর্ঘ ও অসামান্য অবদানের জন্য লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে নারীর সুরক্ষা নিয়ে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কড়া নিরাপত্তা

কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ধারাবাহিক নারী নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুলিশ মহাপরিদর্শক, গৃহসচিব, স্বাস্থ্যসচিব, কলকাতা পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনের মাধ্যমে বৈঠকে যুক্ত হন।

বৈঠকের মূল লক্ষ্য ছিল হাসপাতালে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও চিকিৎসক ও রোগীদের নিরাপত্তা জোরদার করা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বেশি ভিড়যুক্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে, ঠিকাদারী কর্মীদের পুলিশের মাধ্যমে যাচাই বাধ্যতামূলক করা হবে, অ-সরকারি এজেন্টদের হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশে কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে।বুধবার কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে এক নাবালিকাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্ত অমিত মল্লিক, যিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের প্রাক্তন গ্রুপ-ডি কর্মী, তাকে সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। জানা গেছে, অভিযুক্ত নিজেকে চিকিৎসক সেজে নাবালিকাকে বিভ্রান্ত করেছিল। ঘটনার পর কলকাতা পুলিশ কমিশনার স্বয়ং হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

এর আগে সোমবার হাওড়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক জুনিয়র চিকিৎসককে কর্তব্যরত অবস্থায় হুমকি ও হামলার মুখে পড়তে হয়। ওই চিকিৎসক জানান, "একজন রোগী পরীক্ষার সময় সহযোগিতা করছিলেন না, পরে তাঁর পরিবারের সদস্যরা আমায় আক্রমণ করেন, একজন নিজেকে সিনিয়র পুলিশ অফিসার বলে পরিচয় দেন।"

পুলিশের তরফে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন ট্রাফিক হোমগার্ডও রয়েছেন।

এসএসকেএম কাণ্ডের তদন্তে পাঁচ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৈঠকে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজকে জিজ্ঞাসা করা হয়, নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই সংক্রান্ত কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, "এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ার ভবন সবসময়ই ভিড়পূর্ণ। সেখানে নিরাপত্তা আরও বাড়ালে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। তবু অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সে হাসপাতালের কর্মী নয়। ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবার তদন্তে আস্থা রাখছেন। আমি অনুরোধ করব, কেউ যেন এই ঘটনাকে রাজনীতিকরণ না করেন।"তবে এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, "রাজ্যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের নিরাপত্তা নেই। আমি বাংলার মহিলাদের অনুরোধ করব 'আমাদের পাড়া, টিএমসি তাড়া'। বিজেপি এ রাজ্যে নারীর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবে।"ঘটনার জেরে রাজ্যজুড়ে হাসপাতাল নিরাপত্তা ও নারীর সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, এবং প্রশাসনের ওপর দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার চাপ তৈরি হয়েছে।

তেলেঙ্গানায় ইলেকট্রিক বাস উল্টে আহত ৯ যাত্রী, চালকের গাফিলতিই কারণ বলে আশঙ্কা

হায়দরাবাদ, ২৫ অক্টোবর : তেলেঙ্গানার পেড্ডা আম্বারপেটের কাছে আউটার রিং রোডে একটি বেসরকারি নিউগো ইলেকট্রিক বাস উল্টে দুর্ঘটনায় পড়ে নয়জন যাত্রী আহত হন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালকের অবহেলাই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে হায়দরাবাদ থেকে অন্ধ্র প্রদেশের গুন্টুরগামী ওই ইলেকট্রিক বাসটি মোড় নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা মারে এবং উল্টে যায়। ঘটনায় থাকা ১৫ জন যাত্রীর মধ্যে ৯ জন আহত হন। তাঁদের কাছের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের মতে, আহতদের কারও আঘাত গুরুতর নয়।

দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাসটি আউটার রিং রোডের একটি বাঁকে অতিরিক্ত গতিতে ঘোরার সময় রাস্তা থেকে পিছলে যায় এবং রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে ২০ জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে চালকের অসাবধানতা বা অবহেলা-ই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ঘটনাটি কুরনুলে আরেকটি বাস দুর্ঘটনার একদিন পরেই ঘটেছে, যা বেসরকারি বাস পরিষেবার নিরাপত্তা ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

ভারতের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় গত এক দশকে আমূল পরিবর্তন : ড. জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, গত এক দশকে ভারতের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটেছে, যার ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে উঠেছে। শনিবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এর ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি প্রদান করেন এবং নতুন প্রজন্মের চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান"সহানুভূতি ও উদ্ভাবনকে একসঙ্গে ধারণ করুন।"

ড. সিং জানান, গত দশ বছরে ভারতে এমবিবিএস আসনের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার থেকে বেড়ে ১.৫ লক্ষে পৌঁছেছে, যা চিকিৎসা শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক করে তুলেছে এবং আরও বেশি সংখ্যক নারীকে এই পেশায় আসার সুযোগ দিয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বদলে গেছেসহজলভ্যতা, সাশ্রয়িতা ও প্রাপ্যতা। তিনি আয়ুষ্মান ভারত ও জন ঔষধি কেন্দ্র-এর মতো প্রকল্পগুলিকে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনার কৃতিত্ব দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিমার আওতায় পূর্ববর্তী রোগগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা "জনস্বাস্থ্য নীতিতে অন্যতম মানবিক উদ্ভাবন।"

ভারতের বায়োটেকনোলজি ও লাইফ সায়েন্সেস-এর ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক মর্যাদা উল্লেখ করে ড. সিং বলেন, ভারত বিশ্বের প্রথম ডিএনএ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এবং স্বদেশি এইচপিভি ভ্যাকসিন তৈরি করেছে, যা সার্ভিকাল ক্যানসার প্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে ভারত ২০০-রও বেশি দেশে ভ্যাকসিন রপ্তানি করছে।

তিনি আরও জানান, ভারতের প্রথম দেশীয় অ্যান্টিবায়োটিক নাফিথ্রোমাইসিন এবং হিমোফিলিয়া রোগের জিন থেরাপি সংক্রান্ত গবেষণা, যা নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত হয়েছে, ভারতের প্রতিরোধমূলক ও চিকিৎসা গবেষণায় নেতৃত্বের প্রমাণ।

মন্ত্রী একাডেমিয়া, শিল্প ও সরকারি গবেষণাগারের মধ্যে আরও নিবিড় সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "একলা কাজ করার যুগ শেষ। যৌথ উদ্যোগই আগামী প্রজন্মের অগ্রগতির চাবিকাঠি।"

অনুষ্ঠানে ইউসিএমএস-এর ৫৪ বছরের যাত্রাপথ নিয়ে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। জিটিবি হাসপাতালের সহযোগিতায় কমিউনিটি হেলথ ও চিকিৎসা শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানের অবদানও তুলে ধরা হয়। ড. সিং অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের পুরস্কৃত করেন।

ভারতের পরিবর্তিত স্বাস্থ্যচিত্রের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আজকের চিকিৎসকদের 'দ্বিফেজ রোগ-চিত্র' সামলাতে হয়একদিকে সংক্রামক রোগ, অন্যদিকে অসংক্রামক রোগ, সেই সঙ্গে বৃদ্ধজনসংখ্যা ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ।"

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা সম্পর্কে ড. সিং বলেন, "এআই এখন রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে রোগীর ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা রাখেএটি মানবিকতা ও উদ্ভাবনের সমন্বিত এক হাইব্রিড মডেল।"

তিনি নবীন চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, "আজ যারা ডিগ্রি নিচ্ছেন, ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষে তারা তাদের কর্মজীবনের শীর্ষে থাকবেন। আপনাদের হাতেই ভারতের স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব।"

অসমে উচ্ছেদ অভিযান: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মেধা পাটকারকে তীব্র নিন্দা

গুয়াহাটি, ২৫ অক্টোবর: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার সামাজিক কর্মী মেধা পাটকারকে সমালোচনা করেছেন রাজ্যের চলমান উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে অবস্থানের জন্য। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, বাইরে থেকে প্রতিরোধ থাকলেও সরকার উচ্ছেদ কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় শর্মা "বামপর্যায়ের ইকোসিস্টেম" এবং পাটকারের মতো কর্মীদের অসমের বাস্তব পরিস্থিতি ও রাজ্যের নিরাপত্তা ও জনসংখ্যাগত হুমকির বিষয়ে অজ্ঞ বলে অভিহিত করেন। তিনি জানান, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ প্রশাসনকে থামাতে পারবে না এবং হুমকি দেন যে অব্যাহত হস্তক্ষেপ হলে আরও বাড়ি ধ্বংস করা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যদি মেধা পাটকার বলে উচ্ছেদ হওয়া উচিত নয়, আমি নিশ্চিত করব আরও দুইটি বাড়ি ধ্বংস হবে।"

শর্মা আরও উল্লেখ করেন যে, বাইরে থেকে আগতরা ও কিছু কর্মী স্থানীয় সমস্যাগুলি বুঝতে পারছেন না। তিনি জমি হারানোর অভিযোগ ও সামাজিক চাপের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রশ্ন তোলেন, "আমাদের মাটি, আমাদের জাতি কে নষ্ট করছে?" এবং দাবি করেন যে এই মানসিক চাপ কেবল সরকারই বুঝতে পারে। একই সময়ে তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে, উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই মন্তব্য আসে এমন সময়, যখন অসম সরকার দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত জমি থেকে অবৈধ দখলগুলো পরিষ্কার করতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। প্রশাসনের মতে, এই অভিযানের উদ্দেশ্য বন, সত্র ও অন্যান্য জনসাধারণের জমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন, এই কার্যক্রমগুলি ক্ষুদ্র ও সংবেদনশীল সম্প্রদায়গুলোর উপর অসাম্যভাবে প্রভাব ফেলছে এবং রাজ্যের কিছু অঞ্চলে ব্যাপক স্থানান্তর ও সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

শনিবার আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে লিগ্যাল সেলের উদ্যোগে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে বর্তমানে লাখপতি দিদি হয়েছেন ১,০৮,২৮১ জন: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর: রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া। রাজ্যে বর্তমানে লাখপতি দিদি হয়েছেন ১,০৮,২৮১ জন। যা শতকরা অনুপাতে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৫ু। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে টিআরএলএম (ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন) এর অধীনে স্বসহায়ক গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে ”সমৃদ্ধি” কার্য্যক্রমের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৫০ু হচ্ছেন মহিলা। ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রায় ৫০ু মহিলা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলাদের স্বশক্তিকরণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আজ এই অনুষ্ঠানে কয়েকজন লাখপতি দিদির ইতিকথা শুনেছি। তাদের কথা শুনে আমরা অভিভূত। যে ভাবনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লাখপতি দিদি তৈরির লক্ষ্য নিয়েছেন আজ সেটা প্রতীয়মান হয়েছে। আমাদের দেশ তথা রাজ্যের প্রায় ৭৫ু গ্রামীণ এলাকা। আর গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি না হলে রাজ্য বা দেশ উন্নত হবে না। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্কিম পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। এই লক্ষ্যে প্রতি ঘরে সুশাসন কার্য্যক্রম করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে সকলের কাছে প্রশাসনের সুযোগ সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যথায় দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে না। ভারতবর্ষের অর্থনীতি ১১তম স্থান থেকে এখন ৪র্থ স্থানে চলে এসেছে। আগামীতে ৩য় স্থানে চলে আসবে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন ২০৪৭ এ ৩০ প্লাস ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছতে হবে আমাদের। আমি নিশ্চিত সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো। আর ২০৫০ এর মধ্যে সারা পৃথিবীর মধ্যে অর্থনীতির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ আসন নেবে ভারত। এজন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ রূপায়িত হচ্ছে। লাখপতি দিদির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন তার দুই তৃতীয়াংশ লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। আমাদের টার্গেট ছিল প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার। এরমধ্যে ১ লক্ষ ৮ হাজার হয়ে গেছে। বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন আমরাও বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ এর রূপরেখা ঘোষণা করেছি।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, বর্তমানে আমাদের রাজ্যে প্রায় ৫৪,১৭০টি স্বনির্ভর দল রয়েছে। গ্রামীণ সংগঠন রয়েছে প্রায় ২,৪৭১টি। ক্লাস্টার স্টোর রয়েছে প্রায় ১৭৪টি। সবমিলিয়ে রাজ্যে এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে প্রায় ৪,৮৬,০০০ জন মহিলা রয়েছেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া। এখন পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও কাজ করছেন। টিআরএলএম এর অধীনে থাকা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে এখন পর্যন্ত ১,৭৭৩ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ২,৭৯২টি প্রডিউসার গ্রুপ আছে। ১৯২টি নন ফার্ম কালেক্টিভ তৈরি করা হয়েছে। মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ বর্তমানে ৩৮,৭৭৫টি আছে। ৬৬টি ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যে লাখপতি দিদি ১,০৮,২৮১ জন হয়েছেন। শতকরা অনুপাতে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৫ু লাখপতি দিদি তৈরি হয়েছেন। আগামীদিনে যেটা ১০০ু বা তার বেশিও হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, কিছুদিন আগে দেশের তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য। শিক্ষা, আর্থ সামাজিক অবস্থা সহ সবদিক দিয়ে উন্নয়ন হচ্ছে ত্রিপুরায়। ২০১৮ সাল থেকে গ্রামীণ জীবিকা মিশনে কার্য্যক্রমের ভিত্তিতে প্রায় ৮টি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও কাজের নিরিখে সেরা অবদান রাখার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, দুঃস্থ মহিলাদের থাকার জন্য ৩টি বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করছে বর্তমান সরকার।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, নাবার্ডের জিএম অনিল এস কোটমায়ার, ত্রিপুরা স্টেট কো অপারেটিভ লিমিটেড ব্যাংকের চেয়ারম্যান নাগাধিরাজ দত্ত, টিআরএলএম এর সিইও তড়িৎ কান্তি চাকমা সহ বিভিন্ন ব্যাংকের আধিকারিক ও অন্যান্য অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত করা হয় বিভিন্ন ব্যাংক ও জেলাশাসকদের। উল্লেখ্য, এই কার্য্যক্রমে বিভিন্ন গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য ১৯৮.৬৩ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ অনুমোদন এবং ১০০ কোটি টাকার কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড প্রদান করা হয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চোরাইবাড়ি থানার পূজোর ভোজে বিতর্ক, মাফিয়া ও দালালদের উপস্থিতিতে উঠছে প্রশ্ন

চোরাইবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : ত্রিপুরা-আসাম সীমান্তবর্তী চোরাইবাড়ি থানাকে ঘিরে নতুন করে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবছরও শ্যামা মায়ের পূজার উপলক্ষে থানার প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়েছিল “বড় খানা” যেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে নিমন্ত্রণ করে এক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। তবে এবারের ভোজসভা ঘিরে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য, উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

শনিবার দুপুরবেলা অনুষ্ঠিত ওই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বেশ কয়েকজন বিতর্কিত ব্যক্তি গাঁজা ও অবৈধ মদ ব্যবসায়ী, চোরাইবাড়ি গেট ও এমবিআই গেটের দালালসহ সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত একাধিক মানুষ। অভিযোগ উঠেছে, এইসব ব্যক্তিদের থানার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক নিজে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকার অবৈধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। তাঁর প্রভাবে এলাকায় গাঁজা, ফেনসিডিল, এসস্কফ ও ইয়াবা ট্যাবলেটের মতো মাদকদ্রব্য পাচার ক্রমশ বাড়ছে। গোপন সূত্রের খবর, ওই আধিকারিকের যোগাযোগ রয়েছে বেশ কয়েকটি অবৈধ আস্তানা ও পাচারচক্রের সঙ্গেও।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, থানার মতো একটি সংস্থার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের এই ধরনের আচরণে সমাজে ভুল বার্তা যাচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য যে ভোজ সাধারণ মানুষের মিলনমেলা হওয়ার কথা, তা এবার পরিণত হয়েছে মাফিয়া ও দালালদের জমায়েতে।

যদিও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, কিন্তু এলাকাজুড়ে ক্ষোভ বাড়ছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন ধর্মীয় উৎসবের আড়ালে কি চলছে অবৈধ ব্যবসায়ীদের মৈত্রীভোজ?

চোরাইবাড়ি থানা এলাকা আজ মুখর এই আলোচনায় আইনরক্ষক যদি সমাজবিরোধীদের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কে দেবে?

টাকার উৎস খুঁজতে

● প্রথম পাতার পর

তল্লাশির সময় গাড়ির সিটের নিচে লুকানো অবস্থায় তিনটি প্যাকেটে প্রচুর পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর ও সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশী মোহন দেববর্মা। তাঁদের উপস্থিতিতে সিসি ক্যামেরার সামনে মেশিন দিয়ে টাকাগুলো গণনা করা হয়।

আরও জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া টাকার বেশিরভাগই ৫০০ টাকার নোট। মোট ১৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যায় তিনটি প্যাকেটের মধ্যে। পুলিশ জানিয়েছে, এই বিপুল পরিমাণ টাকার কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি গাড়ির যাত্রী ও চালক।

ধৃতরা হলেন, মেলাঘর সুকান্তপল্লীর কাপড় ব্যবসায়ী শান্তনু সাহা এবং গাড়ির চালক মেলাঘর চন্ডিগড় এলাকার শাহিন মিয়া। তাঁরা মেলাঘর থেকে আগরতলার দিকে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশ্রামগঞ্জ ও আশপাশ এলাকায়। পুলিশ দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং ঘটনার উৎস অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঠিকেদারী কাজ নিয়ে উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় সমগ্র কৈলাসহর মহকুমা জুড়ে।

পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নেয় শনিবার বিকেলে পাইতুর বাজার এলাকায়, যখন দুই পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি অবস্থান তৈরি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ বাহিনী। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে আরক্ষা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকায় টহলদারি জোরদার করা হয়।

এদিনই কৈলাসহরের বিধায়ক বিশ্বজিৎ সিনহা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি এলাকার যুবকদের নিয়ে নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। বিধায়ক সিনহা বলেন, “ঠিকাদারী কাজ নিয়ে ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।”

বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তবে এলাকায় এখনও নজরদারি চলছে যাতে নতুন করে কোনো অশান্তি না ছড়ায়।

দলীয় কর্মসূচিতে

● প্রথম পাতার পর

সরকারটাকে শেষ করে ফেলেছেন। এখন ভাবছেন, কিভাবে আরও শেষ করা যায়। আজকে আমাকে আটকে নাটক মঞ্চস্থ করা একদম ঠিক হয়নি।

তাঁর এই মন্তব্যে উপস্থিত আধিকারিকদের মধ্যে স্পষ্ট অস্বস্তি দেখা যায়। তিনি আরও জানান, এই ধরনের কার্যকলাপ রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে এবং প্রশাসনের শৈথিল্যের কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দলীয় মহলের একাংশের মতে, প্রতিমা ভৌমিকের ক্ষোভ এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তাঁর সরাসরি মন্তব্য সংগঠনের অভ্যন্তরীণ অস্বস্তির ইঙ্গিত বহন করছে।

ঘটনার পর প্রতিমা ভৌমিকের কনভয়কে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তিনি ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তবে তাঁর তীব্র মন্তব্য ও ক্ষোভে ত্রিপুরার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

কালী মূর্তির

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছালে তারা রাস্তার মধ্যে গান-বাজনা, নাচ-গান এবং নানা অনুষ্ঠান শুরু করে। ঠিক তখনই এক নং টিলা ব্যবসায়ী সমিতি তাদের মায়ের মূর্তিকে নিয়ে প্রসেশন শুরু করে। ওরিয়েন্টাল ক্লাবের অনুষ্ঠান চলার কারণে ১ নং টিলা ব্যবসায়ী সমিতির মিছিলকে রাস্তা দিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় এবং তা দ্রুত মারামারিতে পরিণত হয়।

তখন বিলোনিয়া থানার ওসি শিবুরঞ্জন দে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিছু পুলিশ কর্মীর নেতৃত্বে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে ওসি সাউন্ড সিস্টেম বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তবে এর পরই ওরিয়েন্টাল ক্লাবের কিছু সদস্য ওসিকে গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তার উপর ফেলেন এবং শারীরিকভাবে মারধর শুরু করেন।

ওই ঘটনায় ওসি শিবুরঞ্জন দে এই হামলায় আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে এসডিপিও বিলোনিয়া এবং অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। আজ ওই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে আছেন ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সম্পাদক অলক বণিক, পূজা কমিটির সম্পাদক বিজয় বিশ্বাস, পূজা কমিটির সভাপতি শ্রীবাস সেন, ক্লাব সদস্য সুব্রত দেবনাথ, লিটন দেবনাথ, আদিত্য দত্ত এবং লিটন হাজারি। আজ তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের জামিনের আবেদন মুঞ্জর করেছে।

প্যান্টে দুষ্কৃতির হামলা, আগুন

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে অজ্ঞাত কারণে কিছু সময় পর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সরে যায়। এরপরই দুষ্কৃতিকারীরা প্ল্যান্টে হামলা চালিয়ে নৈশ প্রহরীকে মারধর করে এবং মেশিনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে প্ল্যান্টের মূল মেশিন ও পেপার মেশিনের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঠিকাদার মান্নান জানান, এর আগেও একাধিকবার তার পেপার মেশিনে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। এমনকি তার বাড়িতেও হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার খবর পেয়ে সকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে কারা এই হামলার সঙ্গে যুক্ত তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

জিরানিয়া ফেন্সি কান্ডে

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছিলেন। মালিক প্রবীর দাস জানিয়েছেন, জিরানিয়া ফেন্সিকান্ডের কিছুদিন পরই গোডাউন সীল করে দিয়েছিল পুলিশ। আজ গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ।

গায়ের জোর ও

● প্রথম পাতার পর

গণতন্ত্রে যে কেউ যেকোন জায়গায় যেতে পারে। শুধু গায়ের জোর আর সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে কতদিন চলবে? টাকারজলার ঘটনায় একজন ৭৫ বছর ঊর্ধ মহিলার পায়ে দায়ের কোপ দেওয়া হয়েছে। এটা কোন অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। এটা কোন ধরণের রাজনীতি?

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০১৮ সালে কমিউনিস্টদের উৎখাত করে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে আমরা কেন অন্যদের ভয় পাবো? যেখানে কমিউনিস্টদের সরিয়ে দিতে পারি, সেখানে যেকোন পার্টি যদি গায়ের জোর দিয়ে মানুষের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করে, তবে সেটা কোন অবস্থায় বরদাস্ত করা যায় না। সরকার সেখানে যা যা করার করবে। আমি বারবার বলছি রাজনীতি যদি রাজনীতির মতো করা যায় তবে ভালো। এতে আমাদের সহাবস্থান থাকবে। কিন্তু যদি দেখা যায় রাজনীতির নামে নানা কৌশল অবলম্বন করে আমাদের উপর চাপ আনা হয়, সরকারকে কালিমালিপ্ত করা হয়, পার্টির কালিমালিপ্ত করা হয়, তবে সেটা আমরা কোন অবস্থায় বরদাস্ত করবো না।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি আবার আপনাদের অভয় দিচ্ছি। কোন ভয় নেই। আমি অত্যন্ত খুশি যে গত কিছুদিন ধরে আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে জনজাতি মা বোনদের উপস্থিতির সংখ্যা অনেক বেশি। তারা বুঝতে পারছেন। তাই ভারতীয় জনতা পার্টিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য মা বোনেদের বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। রাজ্যে এরআগেও অনেক সরকার ছিল। যদিও তারা মহারাজাদের কোন সম্মান দেয়নি। আমরা এসে মহারাজাদের কিভাবে সম্মান দিতে হয় সেটা করে দেখিয়েছি।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মান্দাই মন্ডলের সভাপতি অভিজিত দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। এই সম্মেলনকে ঘিরে ১০৯টি পরিবারের ৩৩৯ জন ভোটার এদিন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। তাদেরকে দলে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ধর্মনগরে বিএমএসের গোষ্ঠী

● প্রথম পাতার পর

আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরের (পুলিশ লাইন) সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে পুনরায় কোনো অশান্তি না ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভারতীয় মজদুর সংঘের ধর্মনগর ইউনিটে গত কয়েক মাস ধরেই নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রশ্নে বিভাজন তৈরি হয়েছে। একাংশ বর্তমান জেলা নেতৃত্বকে অপসারণের দাবিতে সরব, অন্য পক্ষ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে চলার পক্ষে। এই মতভেদই ক্রমে সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনো মুহূর্তে পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। ঘটনাকে ঘিরে ধর্মনগর শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিধায়ক রণজিতের

● প্রথম পাতার পর

অবতীর্ণ হয়েছে। স্কুলের বাচ্চাদের কাছে তারা সিংহ, বিরোধী দলের কর্মীদের সামনে সিংহ, কিন্তু শাসক দলের সামনে তারা মেকুরে পরিণত হয়। যখনই সাধারণ মানুষের আন্দোলন বা বিরোধী দলের কর্মসূচি থাকে, তখন তারা কঠোর হয়। কিন্তু শাসক দলের কর্মসূচি হলে একই পুলিশ নির্বিকার থাকে।

তিনি আরও বলেন, পুলিশের উচিত স্বমহিমায় ফেরা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করা।

এদিনের বৈঠকে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্যে বেড়ে চলা প্রশাসনিক পক্ষপাতদুষ্টতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের সংকোচনের বিরুদ্ধে সরব হন। তারা অভিযোগ করেন, পুলিশ প্রশাসনকে শাসক দল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে, যা সংবিধান ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

এছাড়াও, কংগ্রেস বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নাগরিকত্ব ইস্যু প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ পুলিশি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। জনগণের জানা দরকার, একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কীভাবে।

আজ অর্ধশতাধিক আইনজীবী শাসক দল ত্যাগ করে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের লিগ্যাল সেলে। বৈঠকে যোগদানকারী আইনজীবীরা জানান, তারা ভবিষ্যতে রাজ্যের বিভিন্ন জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলায় সক্রিয়ভাবে আইনি লড়াই চালাবেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনগণের পাশে থাকবেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আরও আইনজীবী শীঘ্রই দলে যোগ দিতে পারেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, এই পদক্ষেপে সংগঠন নতুন প্রাণ পাবে এবং আইনি ক্ষেত্রেও বিরোধী শক্তি আরও মজবুত হবে।

অভিনেতা সতিশ শাহ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্লাসিক কমেডি জানে ভি দো ইয়ারো-তে, যেখানে তিনি পৌর কমিশনার ডি'মেলো-র ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেন।

এরপর শক্তি, হম সাথ সাথ হ্যায়, ম্যায় হুঁ না, কাল হো না হো, ফানা, ওম শান্তি ওম সহ ২৫০-রও বেশি ছবিতে অভিনয় করেন তিনি।

টেলিভিশনের পর্দায় সতিশ শাহ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পান সরাভাই ভার্সেস সরাভাই ধারাবাহিকে ‘ইন্দ্রবদন সরাভাই’-র চরিত্রে। এই চরিত্র আজও ভারতীয় টেলিভিশনের ইতিহাসে অন্যতম সেরা কৌতুকাভিনয়ের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।

সতিশ শাহের মৃত্যুতে বলিউড ও টেলিভিশন জগতজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি পেছনে রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী মধু শাহকে।

াঙ্গন

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে জয়ে শুরু চাম্পামুড়া জিবি-র, টানা জয় মর্ডান প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে চাম্পামুড়া এবং জিবি প্লে সেন্টার। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে মর্ডান প্লে সেন্টার জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে মডার্ন প্লে সেন্টার আট উইকেটের ব্যবধানে, বাধারঘাট প্লে সেন্টারকে হারিয়ে। ডঃ বি আর আম্বেদকর গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বাধারঘাট প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৮.২ ওভারে ৭২ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে ব্যাট করতে নেমে মডার্ন প্লে সেন্টার ১৭.৫ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের অভিজ্ঞান দে ১১ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে বিপ্রজিত রুদ্র পালের ২৯ রান, বিহান কৈরীর কুড়ি রান যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি বোলিংয়ে সায়ন চক্রবর্তী ও দেবজিৎ শীল দুটি করে উইকেট পেয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত অপর খেলায় জিবি প্লে সেন্টার ৬৩ রানের ব্যবধানে মৌচাক প্লে সেন্টারকে পরাজিত করেছে। বিজয় দলের আপন মালাকার ব্যক্তিগত ১৪ রান সংগ্রহ করার পাশাপাশি বোলিংয়ে সাঁত রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। পশ্চিম নোয়াবাদি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত অপর একটি লো স্কোরিং ম্যাচে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে ক্রিকেট অনুরাগীকে হারিয়ে, জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে। চাম্পামুড়ার ঋদ্ধিমান ২০ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরার খেতাব দখল করেছে।

ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ব্যাকফুটে ত্রিপুরা রঞ্জি : প্রথম ইনিংসে লিড হরিয়ানাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার রঞ্জি দলের ব্যাটার্সদের ব্যক্তিগত স্কোর দারুন বৈচিত্রপূর্ণ। চারজন শূন্য রানে, একজন এক রানে, দুইজন তিন রানে আর একজন পাঁচ রানে। ভিনরাজ্যের পেশাদারী ক্রিকেটার সপ্নিল সিংয়ের ব্যাটে ৪৪ রান, হনুমা বিহারীর ব্যাটে ৩৩ রান, সহ অধিনায়ক শ্রীদাম পালের ব্যাটে এসেছে ৩৪ রান, তাও ৫৫ বল খেলে। তবে হরিয়ানার লাহিলে চৌধুরী বংশী লাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পীচ তেমন ব্যাটিং সহায়ক নয়, তা অনেকটাই নিশ্চিত। কেননা প্রথম দিনে এই ২২ গজে ১৮ উইকেটের পতন ঘটেছে। রঞ্জি ট্রফির খেলায় ত্রিপুরা বনাম হরিয়ানার ম্যাচ। প্রথম দিনেই স্বাগতিক হরিয়ানা প্রথম ইনিংসে লিভ নিয়ে নিজেদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে রেখেছে। প্রথম দিনের খেলা শেষে হরিয়ানা ২৯ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও দুটি। যতটুকু মনে হচ্ছে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার উপর নির্ভর করছে ম্যাচের ভবিষ্যৎ। সকালে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ব্যাটিং ব্যর্থতার মধ্যেই ৪৮.১ ওভার খেলে ১২৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। হরিয়ানার বোলার নিখিল কাশ্যপ ৩৪ রানে ৪টি এবং পার্থ ভ্যাটস ১৪ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে হরিয়ানা ৩৯ ওভার খেলে আট উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান সংগ্রহ করে। প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা ত্রিপুরার বোলারদের বোলিং ছোবলে দ্রুত আউট হয়ে প্যাভেলিয়ন মুখি হলেও মিডেল অর্ডারে ধীরু সিং এর ৪০ রান, নিশান্ত সিঁধুর ২৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। তবে যশবর্ধন দালাল ৩৪ রানে উইকেট থেকে দলকে লিড এনে দেয়। ত্রিপুরা দলের পেশাদারী বোলার স্বপ্নীল সিং ৬৪ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। মনি শংকর মুরাসিং পেয়েছে দুটি উইকেট। পারভেজ সুলতানের দখলে একটি উইকেট রয়েছে।

সিডনিতে ম্যাচ জেতানো রো-কো'কে ২০২৭-এর বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন

সিডনিতে এক দিনের সিরিজের শেষ ম্যাচ জিতে মুখরক্ষা করেছে ভারত। সেই জয়ে যে দু'জন সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, তাঁরা হলেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। প্রথম জন শতরান করেছেন, দ্বিতীয় জন অর্ধশতরান করেছেন। তবে দু'বছর পর বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে মুখ খুলতে রাজি হলেন না কেউই।ম্যাচ শেষ হওয়ার পর অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এবং রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন রোহিত এবং কোহলি। সেখানে গিলক্রিস্টের বিশ্বকাপ-প্রশ্নে রোহিত সরাসরি কোনও কথা বলেননি। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় এসে খেলার অভিজ্ঞতা এবং অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের ধন্যবাদ দিতে থাকেন। কোহলিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্রেফ 'ধন্যবাদ' বলেন। পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আবার রোহিতকে একই প্রশ্ন করেন গিলক্রিস্ট। তখনও রোহিত এড়িয়ে যান। অর্থাৎ সরাসরি দুই ক্রিকেটারই এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি।তবে রোহিত এবং কোহলি দু'জনেই নিজেদের কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, এটাই তাঁদের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের নিয়ে কথা বলেছেন দুই ক্রিকেটার। কোহলির কথায়, "আমি এই দেশটায় আসতে ভালবাসি। অনেক ভাল ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছি এখানে। প্রচুর লোক আমাদের সমর্থন করতে আসেন।" রোহিত বলেন, "আমারও খুব ভাল লাগে এ দেশে আসতে। বিশেষ করে সিডনিতে খেলতে নামলে। প্রথম সফরের কথা (২০০৮) মনে পড়ে যাচ্ছে। খুব মজা করেছিলাম সে বার। জানি ও গুলো আর কখনও ফিরবে না। তবে এ বারও খুব মজা করেছি। গত ১৫ বছরে যা করেছি তা ভুলে যান। অস্ট্রেলিয়ায় খেলার মধ্যে আলাদা একটা মজা আছে। আমার ধারণা বিরাটও একই কথা বলবে। ধন্যবাদ অস্ট্রেলিয়া।" পাশে থাকা কোহলিও শুনে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানান।প্রথম দু'টি ম্যাচে আউট হয়েছিলেন শূন্য রানে। সিডনিতে এক দিনের সিরিজের শেষ ম্যাচে কোহলির ব্যাট থেকে এসেছে অর্ধশতরান। রান তাড়া করে আবার দলকে জিতিয়েছেন তিনি। কেরিয়ারে প্রথম বার টানা দু'টি ম্যাচে শূন্য করার পর কোহলি বুঝতে পেরেছেন, এই বয়সেও ক্রিকেট থেকে অনেক কিছু শেখা বাকি। তিনি কথা বলেছেন রোহিতের সঙ্গে জুটি এবং বিশ্বকাপ নিয়েও।ম্যাচের পর শুরুতেই জোড়া শূন্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কোহলি বলেন, "হয়তো আমি অনেক দিন ধরে ক্রিকেট খেলছি। কিন্তু ক্রিকেট বার বার বোঝায় যে, এই বয়সে এসেও অনেক কিছু শেখা বাকি।"রান তাড়া করে জেতার ক্ষেত্রে কোহলির পরিসংখ্যান এমনিতেই আকর্ষণীয়। সেটাই আবার শোনা গেল তাঁর মুখে। বলেন, "আর কয়েক দিন পরেই ৩৭ বছর হয়ে যাবে আমার। এখনও রান তাড়া করতে নামলে আমার সেরাটা বেরিয়ে আসে। রোহিতের সঙ্গে আর একটা ম্যাচ জেতানো জুটি খেলতে পেরে ভাল লাগছে।"কেন রো-কো জুটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এতটা সফল সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন কোহলি। বলেছেন, "শুরু থেকেই আমরা পরিস্থিতি বুঝে খেলার চেষ্টা করি। তাই জন্যই এত সফল। হয়তো বিশ্ব ক্রিকেটে এখন আমরাই সবচেয়ে অভিজ্ঞ জুটি। যখন তরুণ ছিলাম, তখনও জানতাম যে আমরা জুটি গড়লে প্রতিপক্ষের থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিতে পারব।"কোহলির সংযোজন, "২০১৩ থেকে (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ) থেকে এটা শুরু হয়েছে। আমরা যদি বড় জুটি গড়ি, তা হলে দলকে জেতানোর ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারব, সেটা জানতাম।"রোহিত জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ায় খেলা মোটেও সহজ ছিল না। তবে দিনের শেষে তিনি খুশি। রোহিতের ব্যাখ্যা, "অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে এলে এ রকম কঠিন ক্রিকেটই আমরা আশা করি। কখনওই কোনও ম্যাচ এখানে সোজা হবে না। পরিস্থিতি বুঝে খেলতে হবে। দীর্ঘ দিন খেলিনি। এখানে খেলতে নেমে খুব ভাল লেগেছে। সিরিজ জিততে না পারলেও অনেক ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছি।" দলের বাকিদের জন্য রোহিত এখন বড় দাদা এবং উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করতে চান। রোহিতের কথায়, "এই সিরিজ থেকে তরুণ ক্রিকেটারেরা অনেক কিছু শিখবে। আমি এখানে প্রথম বার আসার পর সিনিয়রেরা অনেক সাহায্য করেছে। এখন আমরা তরুণদের বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে চাই। কারণ বিদেশে ক্রিকেট খেলা মোটেই সোজা কাজ নয়। দলে যারা আছে তারা নিঃসন্দেহে অনেক প্রতিভাবান। তবে একটা পরিকল্পনা থাকা খুব দরকার। এই বয়সে এসে আমিও ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাই। সেগুলোই দলের তরুণদের বলব।"

রোহিত, কোহলি নিয়ে তিন মাস পর সিদ্ধান্ত নেবে ভারতীয় দল, বুঝিয়ে দিলেন নেতা শুভমন

সিডনিতে রান পেয়ে কি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের দলে নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেললেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা? না এখনও সংশয় রয়েছে? রোহিত ও কোহলি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এড়ালেন না শুভমন গিল। জবাব দিলেন তিনি।ভারত-অস্ট্রেলিয়া এক দিনের সিরিজ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে রোহিত, কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় শুভমনকে। মাঝে শোনা গিয়েছিল, এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে হলে রোহিত ও কোহলিকে বিজয় হজারের মতো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। শুভমন অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এখনই বিশ্বকাপের কথা ভাবছেন না। তার আগে দু'টি এক দিনের সিরিজ রয়েছে। তার পরেই সিদ্ধান্ত নেবেন। শুভমন বলেন, "এক মাস পরেই ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ রয়েছে। তার দু'মাস পর নিউ জিল্যান্ড খেলতে আসবে। এই দুটো সিরিজের পর বেশ কিছু দিন এক দিনের ম্যাচ নেই। তখন ওদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তখন ভাবা যাবে ওদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে কি না।"৩০ নভেম্বর থেকে দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি এক দিনের ম্যাচ খেলবে ভারত। পরে দেশের মাটিতেই ১১ জানুয়ারি থেকে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ। সেখানেও রয়েছে তিনটি ম্যাচ। শুভমনের কথা থেকে স্পষ্ট, সেই দু'টি সিরিজে রোহিত, কোহলি খেলবেন। এই দুই সিরিজের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও আইপিএলের কারণে ভারতের এক দিনের সিরিজ কম। আবার জুন মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ। অস্ট্রেলিয়ায় রান পাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে জায়গা পাকা হয়ে গিয়েছে দুই ক্রিকেটারের। যদি সেখানে তাঁরা রান না-ও পান, তার পরেও নিউ জিল্যান্ড সিরিজে খেলবেন। অর্থাৎ, হাতে অন্তত আরও ৬টি ম্যাচ পাবেন দু'জনে। সেখানে রান করতে হবে রোহিত, কোহলিকে। যদি তাঁরা রান পান, তা হলে তাঁদের বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা বাড়বে।দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউ জিল্যান্ড সিরিজে অবশ্য রান করতে না পারলে চাপ বাড়বে রোহিত, কোহলির উপর। বিশ্বকাপের আগে ভারতের আরও কয়েকটি এক দিনের সিরিজ থাকলেও বিশ্বকাপের অন্তত এক বছর আগে একটি নির্দিষ্ট দল তৈরি রাখতে হবে ভারতকে। অনন্ত সুযোগ তো আর দেওয়া যাবে না। তবে যা-ই হোক না কেন, তিন মাস পরে তার সিদ্ধান্ত নেবেন গৌতম গম্ভীরেরা। সেটা স্পষ্ট করে দিলেন শুভমন।রোহিত, কোহলি দলে থাকলে যে তাঁর অধিনায়কত্ব করতে সুবিধা হয়, সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন শুভমন। তিনি বলেন, "দু'জনে দীর্ঘ দিন ভারতের অধিনায়কত্ব করেছে। এত অভিজ্ঞতা ওদের। এতে আমার সুবিধা হয়। মাঠে ওরা সব সময় নিজেদের পরিকল্পনা জানায়। আমার সঙ্গে কথা বলে। ওরা থাকলে অধিনায়কত্ব অনেক সহজ হয়ে যায়।" শুভমনের এই কথাও রোহিত, কোহলি-ভক্তদের কাছে ভাল ইঙ্গিত। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ। সেখানে শুভমনের খেলার অভিজ্ঞতা কম। যদি রোহিত, কোহলি দলে থাকেন, তা হলে তাঁর সুবিধাই হবে।রোহিত, কোহলি ছাড়া আর এক জনের নাম শোনা গিয়েছে শুভমনের মুখে। তিনি হর্ষিত রানা। সিডনিতে ৪ উইকেট নিয়েছেন হর্ষিত। তাঁকে দলের বড় ভরসা বলে জানিয়েছেন শুভমন। ভারত অধিনায়ক বলেন, "এমন পেসার পাওয়া কঠিন, যে এত লম্বা ও ধারাবাহিক ভাবে ১৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বল করতে পারে। ও ব্যাটও করতে পারে। আট নম্বরে নেমে ২০-২৫ রান করে দলকে সাহায্য করতে পারে। এমন এক জন পেসার দলে থাকলে অধিনায়কেরই সুবিধা।'

জুনিয়র দাবার শীর্ষে ৪ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে রয়েছে চারজন দাবাড়ু। তৃতীয় রাউন্ডের শেষে। রাজ্য জুনিয়র রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। শনিবার থেকে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে তিন দিনব্যাপী আসর শুরু হয়। প্রথম দিনে তিন রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ রাউন্ড শেষে পুরো তিন পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস, অন্তরীপ আচারিয়া, শাক্য সিনহা মোদক এবং মেহেকদ্বীপ গোপ। চারজনের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে প্রাঞ্জল দেবনাথ, উদয় শঙ্কর রায়, অভ্রনীল দে, শুভায়ন দাস এবং আদ্রুষ কর্মকার। এবারের আসরে অংশ নিয়েছে ৫৬ জন দাবাড়ু। এদিন সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার যুগ্ম সচিব কিরীটি দত্ত। মোট ৯ রাউন্ডের হবে প্রতিযোগিতা। রবিবার চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা হবে। সকাল ৯ টায় শুরু হবে চতুর্থ রাউন্ডের খেলা। আসর পরিচালনা করছেন পান্না আহমেদ।

চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করলেন মেসি

ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করলেন লিয়োনেল মেসি। ক্লাবের পক্ষ থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছে, মেসি ২০২৮ সাল পর্যন্ত মায়ামির হয়েই মেজর লিগ সকারে খেলবেন।ক্লাবের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ইন্টার মায়ামি ঘোষণা করছে যে, তারা ক্লাবের অধিনায়ক, আট বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এবং বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন লিয়ো মেসির সঙ্গে ২০২৮ সালের মেজর লিগ সকার পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে।"মেসি বলেন, তিনি ক্লাবের সঙ্গে থাকতে পেরে আনন্দিত এবং ইন্টার মায়ামির নতুন স্টেডিয়াম ফ্রিডম পার্কে খেলার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি বলেন, "এখানে থাকতে পেরে এবং নতুন চুক্তি করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমরা সবাই এটা ভেবে উত্তেজিত যে, অবশেষে মায়ামি ফ্রিডম পার্কে খেলতে পারব। আমরা এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"২০২৩ সালে প্যারিস সঁজঁ থেকে মেসি ইন্টার মায়ামিতে আসেন। এই মরসুমে ২৯টি গোল করেছেন। মায়ামি ইস্টার্ন কনফারেন্সে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে এবং প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মেসি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ইন্টার মায়ামিতেই তিনি ফুটবল জীবন শেষ করতে পারেন।

পিছু হটল পাক বোর্ড!

এশিয়া কাপে ভারতের কাছে তিনটি ম্যাচে হারার পর শাস্তি পেতে হয়েছিল পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের। তাঁদের বিদেশের লিগে খেলার অনুমতি দেয়নি পাক বোর্ড। খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল ক্রিকেটারদের 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট'। সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরল পাক বোর্ড। অন্য এক দেশের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হলেন মহসিন নকভিরা।২০২৫-২৬ সালের বিগ ব্যাশ লিগে খেলার কথা ছিল বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের। কিন্তু তাঁদের খেলার অনুমতি খারিজ করে দেওয়ায় চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। বিগ ব্যাশের আটটি দলের মধ্যে সাতটিতে রয়েছেন অন্তত এক জন করে পাক ক্রিকেটার। বাবর, রিজওয়ানদের ছবি দিয়ে বিগ ব্যাশের প্রচারও করা শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া বোর্ড। তাঁরা না খেললে মুখ পুড়ত তাদের। 'সেন' রেডিয়ো জানিয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উপর চাপ দেয় অস্ট্রেলিয়া। বাধ্য হয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরতে হয় পাকিস্তানকে। অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক টম মরিস বলেন, "ভারতের মতো পাকিস্তানও দলের ক্রিকেটারদের বিদেশের লিগে খেলতে নিষেধ করেছিল।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে জয়ের হ্যাটট্রিক আরসিসি-র টানা ২য় জয় এডি নগর ও কর্নেল কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে এডি নগর প্লে সেন্টার এবং কর্নেল কোচিং সেন্টার। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এনএসআরসিসি করে নিয়েছে জয়ের হ্যাটট্রিক। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে এনএসআরসিসি ৫০ রানের ব্যবধানে মৌচাককে পরাজিত করে ক্রমান্বয়ে তিন ম্যাচ জয়ের সুবাদে জয়ের হ্যাটট্রিক করে এগুচ্ছে। বিজয়ী দলের তনুজিৎ সাহা ১২ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। মৌচাকের সুশান্ত কর্মকারও পেয়েছিল পাঁচটি উইকেট ২৮ রানের বিনিময়ে। টিআইটি গ্রাউন্ডে এডি নগর প্লে সেন্টার ১৪৭ রানের ব্যবধানে পোলস্টার কে পরাজিত করেছে। এডি নগরের দিব্যজ্যোতি ধর ৬৭ বলে ১২ টি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দুর্দান্ত ১১৭ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতার জিতে নিয়েছে। নীপকো গ্রাউন্ডে অপর খেলায় কর্নেল কোচিং সেন্টার ২২৪ রানের বিশাল ব্যবধানে শতদল সংঘকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের ঋদ্ধিমান দাস ৭৩ বলে আটটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

বিদেশিহীন ডেম্পোকেও হারাতে পারল না ছয় বিদেশি নিয়ে খেলা ইস্টবেঙ্গল, সুপার কাপের শুরুতেই আটকে গেল লাল-হলুদ

আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে হার এবং সন্দীপ নন্দী ও অস্কার ব্রুজোর ঝামেলা কি প্রভাব ফেলেছে ইস্টবেঙ্গলে? না হলে সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই কী ভাবে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল? বিদেশি না-থাকা ডেম্পোর বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়ার পর এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ড্র করল তারা। ম্যাচ শেষ হল ২-২ ব্যবধানে।গ্রুপ থেকে একটি দলই সেমিফাইনালে উঠবে। ফলে ইস্টবেঙ্গলের কাছে এই ড্র নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। মোহনবাগান যদি এ দিন চেন্নাইয়িনকে হারিয়ে দেয় এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ডেম্পোকেও হারায়, তা হলে অনেকটা এগিয়ে থেকে কলকাতা ডার্বিতে নামবে তারা।ডেম্পোকে যে হালকা ভাবে নিতে চাননি এটা বোঝা গিয়েছিল অস্কার ব্রুজোর প্রথম একাদশ দেখেই। পাঁচ বিদেশিকে নিয়ে শুরু করেন তিনি। সেন্টার ব্যাকে আনোয়ার আলি এবং কেভিন সিবিলেকে রাখেন। মাঝমাঠে মহম্মদ রশিদ এবং সাউল ক্রেসপোকে দিয়ে শুরু করেন। শুরুতেই সুযোগ এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। বাঁ দিক থেকে বিপিন সিংহ বল ভাসিয়েছিলেন। তা আসে হিরোশি ইবুসুকির কাছে। ইবুসুকির জোরালো শট লাগে বারে।সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের ঝাঁজও বাড়তে থাকে ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু গোল পাচ্ছিল না তারা। আক্রমণ হচ্ছিল মূলত বাঁ দিকে বিপিনের থেকে। তিনি একের পর এক ক্রস ভাসাচ্ছিলেন। তা ক্লিয়ার করে দিচ্ছিল ডেম্পোর রক্ষণ। খেলার বিপরীতেই এগিয়ে যায় গোয়ার দলটি। ইস্টবেঙ্গল গোল খায় দেবজিৎ মজুমদারের ভুলে। ফ্রিকিক থেকে বল ভেসে এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের বক্সে। দেবজিৎ এগিয়ে এসে বলটি ঘুষি মেরে ক্লিয়ার করতে গিয়েছিলেন। বলের সঙ্গে হাতের সংযোগই হয়নি। বল গিয়ে পড়ে মহম্মদ আলির কাছে, যিনি ফাঁকা গোলে বল ঠেলেন।আক্রমণাত্মক খেলেও আচমকা গোল খেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। সেই সুযোগ আক্রমণ বাড়িয়ে দেয় ডেম্পো। তাদের আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে। ইস্টবেঙ্গলের উপর চাপ বাড়াতে থাকে তারা। ফলে লাল-হলুদেরও খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। ইবুসুকি আর একটি সুযোগ পেলেও ডেম্পোর গোলকিপারের দক্ষতায় গোল আসেনি। প্রথমার্ধে সমতা ফেরাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে তারা। সমতা ফেরান মহেশ। ডান দিক থেকে আক্রমণ শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। হামিদ আহদাদ দূর থেকে শট নিয়েছিলেন। ডেম্পোর গোলকিপার তা প্রতিহত করলে বল গিয়ে পড়ে মহেশের কাছে। তিনি নিচু শটে গোল করেন।গোল পেয়েই আক্রমণের ঝাঁজ বাড়িয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় ৫৭ মিনিটে। বাঁ প্রান্ত ধরে ডেম্পোর বক্সের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন মিগুয়েল। তাঁকে উঁচু করে পাস দেন লালচুংনুঙ্গা। সেই বল ধরে দুরূহ কোণ থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন মিগুয়েল। ছ'মিনিট পরেই তাঁর শট লাগে পোস্টে। ছোট কর্নার থেকে মহেশকে বল পাস দিয়েছিলেন মিগুয়েল। ফিরতি বল পেয়ে তিনি বাঁকানো শট নেন। তা লাগে বারে। এক গোলে এগিয়ে থাকলেও তা কখনওই নিরাপদ নয়। তাই আরও গোলের জন্য আক্রমণ বাড়াতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। প্রতি আক্রমণে গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে তারা। হামিদকে তুলে ডেভিড লালানসাঙ্গাকে নামিয়ে দেন অস্কার। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। বক্সের বাইরে বল পেয়েছিলেন জয়েশ রানে। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ ভাগকে বোকা বানিয়ে নিচু শটে গোল করেন তিনি। কিছু করার ছিল না দেবজিতের। সংযুক্তি সময় ছ'মিনিট দেওয়া হলেও ইস্টবেঙ্গল আর গোল করতে পারেনি।

মহিলাদের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে কাদের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত, ঠিক হয়ে গেল প্রতিপক্ষ

নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে মহিলাদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছে ভারত। শেষ চারে তারা কাদের বিরুদ্ধে খেলবে তা ঠিক হয়ে গেল শনিবার। একপেশে ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এ দিন সাত উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ফলে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে তারাই শেষ করবে। ভারত যদি রবিবার বাংলাদেশকে হারায় তা হলেও তারা চার নম্বরেই থাকবে। সূচি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই সেমিফাইনালে খেলতে হবে ভারতকে। আগামী ৩০ অক্টোবর নবী মুম্বইয়ে হবে ম্যাচ।অস্ট্রেলিয়া যে ছন্দে রয়েছে তাতে ভারতের চিন্তা বেড়ে যাওয়ারই কথা। কোনও প্রতিপক্ষকেই দাঁড়াতে দিচ্ছে না তারা। গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৩০ রান তুলেও হেরেছিল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকা হলে তবু চিন্তা কমত হরমনপ্রীত কৌরদের। কিন্তু চিরশত্রু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই খেলতে হচ্ছে ভারতকে।অস্ট্রেলিয়ার জয়ে এ দিন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন আলানা কিং। একাই সাত উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলেন তিনি। ৯৭ রানে অলআউট হয়ে গেল প্রোটিয়ারা। জবাবে তিন উইকেটেই জয়ের রান তুলে নিল অস্ট্রেলিয়া। ৭ ওভার বল করে ১৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন কিং। মহিলাদের বিশ্বকাপে এটাই সেরা বোলিং ফিগার।প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। প্রথম ছয় ওভারে সাতটি চার মারেন লরা উলভার্ট। মেগান শুটের খারাপ বোলিংয়ের সুযোগ কাজে লাগান তিনি। শুটের একটি ওভারে চারটি চার মারেন। তার মধ্যে তিনটি অফড্রাইভে। সেই শুটের বলেই ফেরেন উলভার্ট। ব্যাটের কানায় লেগে বল আকাশে উঠে যায়। শর্ট মিড উইকেটে ভাল ক্যাচ নেন কিং। তার পরেই কিম গার্থ ফেরান তাজমিন ব্রিটস।তার পর থেকে শুধু কিংয়ের বোলিংয়ের জাদু দেখে ইনদওর। একে একে তিনি ফেরান সুনে লুস, অ্যানারি ডার্কসেন, মারিজেন কাপ, ক্লো ট্রায়ন, সিনালো জাফটা, নাদিন ডে ক্লার্ক, মাসাবাতা ক্লাসকে। লুস প্রথমে ফেরেন মিড অনে অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের হাতে ক্যাচ দিয়ে। চার বল পরে কাপকে আউট করেন কিং। ৪৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকা।জাফটা (২৯) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন। সাদারল্যান্ডের ওভারে তিনটি চার মারেন। তিনিও কিংয়ের শিকার। সাত জনের মধ্যে চার জনকেই বোল্ড করেছেন কিং। তাঁর বল এতটাই ঘুরেছে যে দিশাই খুঁজে পাননি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারেরা।ব্যাট করতে নেমে কিছুটা চাপে পড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় ওভারে ফিবি লিচফিল্ড এবং ষষ্ঠ ওভারে অ্যালিসা হিলিকে হারায় তারা। সেখান থেকে খেলা ধরে নেন জর্জিয়া ভল এবং বেথ মুনি। তৃতীয় উইকেটে ৭৬ রান যোগ করেন। ৬টি চারের সাহায্যে ৪১ বলে ৪২ করেন মুনি। ভল অপরাজিত থাকেন ৩৮ রানে।

ক্যাচ ধরতে গিয়ে চোট, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল শ্রেয়সকে, কেমন আছেন ভারতীয় ক্রিকেটার?

সিডনিতে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ভারত। ম্যাচের মাঝে চোট পেলেন শ্রেয়স আয়ার। একটি ক্যাচ ধরতে গিয়ে চোট পান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যাচের বাকি সময়ে আর অংশ নিতে পারেননি তিনি। তাঁর চোট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও জানানো হয়নি। তবে এই মুহূর্তে শ্রেয়সের অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে।তখন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৩৪তম ওভার চলছিল। শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডিং করছিলেন শ্রেয়স। হর্ষিত রানার একটি বল আলেক্স ক্যারের ব্যাটের কানায় লেগে উঠে যায়। শ্রেয়স দৌড়তে থাকেন ক্যাচ ধরবেন বলে। পিছনে ছুটতে ছুটতে তিনি ক্যাচটি ধরেও ফেলেন। তবে টাল সামলাতে না পেরে খারাপ ভাবে মাটিতে পড়েন। তাঁর কোমর মাটিতে আছড়ে পড়ে। ব্যথা যে লেগেছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল শ্রেয়সের মুখ দেখেই। উৎসব করা তো দূর, উঠতেই পারছিলেন না তিনি। সতীর্থেরা ঘিরে ধরেন তাঁকে। ছুটে আসেন চিকিৎসক কমলেশ জৈনও। কোনও মতে চিকিৎসক এবং সাপোর্ট স্টাফদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান শ্রেয়স। ধীরে ধীরে মাঠ ছাড়েন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে স্ক্যান করা হয়েছে বলেই খবর পাওয়া গিয়েছে।বোর্ড জানিয়েছে, শ্রেয়সের পাঁজরের বাঁ দিকে চোট লেগেছে। হাসপাতালে বাকি পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। চোট গুরুতর নয় বলেই আপাতত খবর। বাকি সময়ে আর ফিল্ডিং করতে নামেননি তিনি। পরিবর্ত হিসাবে যশস্বী জয়সওয়াল ফিল্ডিং করেন। শ্রেয়স ব্যাট করতে নামার আগেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ভারতকে জিতিয়ে দেন। শ্রেয়স চোট পেলেও ভারতের ফিল্ডিং শনিবার ভালই হয়েছে।

আগরতলা পুর নিগম এলাকা ভিত্তিক শারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

বর্তমান সরকার রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোন অপচেষ্টাকে বরদাস্ত করবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। অতীতে আগরতলা পুর নিগম এলাকার ক্লাবগুলির মধ্যে বিভিন্ন সমাজসেবার আগ্রহ কম ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ক্লাবগুলি রক্তদান, ব'দান, বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হচ্ছে। আজ রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে নিজেদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করতে হবে। আজ আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবনে আয়োজিত পুর নিগম এলাকা ভিত্তিক শারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জনজাতি এলাকা সহ রাজ্যের প্রতিটি এলাকার সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের মনের অসুর রূপি চিন্তাধারাকে বিনাশ করতে হবে। রাজ্যে জাতি-জনজাতিদের মধ্যে ভ্রাত'ত্ববন্ধনকে মজবুত করতে সকলের প্রয়াস আবশ্যক। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মের বিকাশকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে হলে সুন্দর, সুস্থ এবং শান্তিময় একটি সমাজ গড়ে দিয়ে যেতে হবে। শারদীয় দুর্গোৎসব আজ জনজাতি এলাকাতেও ব্যাপকভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে পালিত হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে সেটা আজ সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোন অপচেষ্টাকে বরদাস্ত করবে না। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংসদ রাজীব ভ-াচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজমদার। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরলা পুর নিগমের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মেঘা জৈন।

এবছর আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে ২১টি নির্বাচিত ক্লাব/সামাজিক সংস্থা ও পূজা কমিটিকে শারদ সম্মান ২০২৫ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ৫টি ক্লাবকে বিভিন্ন বিভাগে সেরার সেরা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এরমধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য দেশবন্ধ চিত্তর'ন ক্লাবকে, শ্রেষ্ঠ মণ্ডপের জন্য কু'বন স্পোর্টিং ক্লাব, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য ফ্লাওয়ার্স ক্লাব, শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য কসমোপলিটন ক্লাব এবং মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত শ্রেষ্ঠ পূজা হিসেবে শিবনগর মহিলা পূজা কমিটিকে পুরস্ক'ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাবকে একটি সুদৃশ্য ট্রফি ও ৫০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

এছাড়া আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত ৪টি জোনের বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ ক্লাবগুলিকে শারদ সম্মান প্রদান করা হয়। এবছর সেন্ট্রাল জোনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয় সূর্যতোরণ ক্লাবকে, শ্রেষ্ঠ মণ্ডপের জন্য নেতাজী প্লে ফোরাম, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য নবদিগন্ত ক্লাব এবং শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য ব্লাডমাউথ ক্লাবকে পুরস্ক'ত করা হয়। সাউথ জোনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয় উদীয়মান সংঘকে, শ্রেষ্ঠ মণ্ডপের জন্য মিলনচক্র ক্লাব, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য আপনজন ক্লাব এবং শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য ভারতমাতা সংঘকে পুরস্ক'ত করা হয়। পূর্ব জোনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে। শ্রেষ্ঠ মণ্ডপের জন্য রামঠাকুর সংঘ, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য শিবনগর মর্ডাণ ক্লাব আমরা তরুণ দল এবং শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য শতদল সংঘকে পুরস্ক'ত করা হয়। উত্তর জোনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয় এলবার্ট ক্লাবকে, শ্রেষ্ঠ মণ্ডপের জন্য শান্তিকামী সংঘ, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য নিউস্টার ক্লাব এবং শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য মহান ক্লাবকে পুরস্ক'ত করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেকটি ক্লাবকে একটি সুদৃশ্য ট্রফি এবং ২৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ নির্বাচিত ক্লাব/সামাজিক সংস্থা ও পূজা কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে এই পুরস্কারগুলি তুলে দেন। এই শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে বিচারকগণকেও সম্মাননা 'পন করা হয়।

প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর : কালী প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন বড়জলার বিধায়ক সুদীপ সরকার এবং স্থানীয় দলের নেতৃত্ববৃন্দ।

জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় নরসিংগড়ে কালী প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়েছিলেন ওই এলাকার বাসিন্দা সাগর দাস (২৩)। কিন্তু পুকুরে নামতেই জলের গভীরতায় তলিয়ে যায় ওই যুবক। সাথে সাথে স্থানীয়রা এয়ারপোর্ট থানা ও দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর উদ্ধারকারী দল সাগর দাসকে জলের নিচ থেকে তার দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আরও জানা গিয়েছে, মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগেই মায়ের সাথে ছবি তুলেছিল সে।

ভয়ঙ্করভাবে দরগায় ঢুকে পড়লো গাড়ি, গুরুতর আহত ২

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর: ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় আজ চড়িলাম পুরানবাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎই স্থানীয় এক দরগার ভেতরে ঢুকে পড়ে। ওই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন দু'জন ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরের চন্দন সাহা ও তার ভাই উদয়পরের দিক থেকে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা থেকে সোজা দরগার প্রাঙ্গণে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলে মুহূর্তের মধ্যেই ভিড় জমে যায়। আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি জব্দ করেছে। গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর: আগরতলা শরবাসীর ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাস্টারপাড়া এলাকায় বাইশ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। আজ ওই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট''টি পরিদর্শন করলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

দীর্ঘদিন ধরে আগরতলা শহরে মাস্টারপাড়া এলাকা সহ আগরতলা পৌর নিগমের ৮, ৯, ১০ এবং ১২নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু অংশে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। আর সেই কথা মাথায় রেখে সেই সমস্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য আগরতলা পৌর নিগম এবং জল বোর্ডের উদ্যোগে মাস্টার পাড়া এলাকায় প্রায় ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে গড়ে তোলা হচ্ছে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট।

শনিবার দিন জল বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার এবং পৌর নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে মাস্টারপাড়া এলাকার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। নতুন এই প্রোজেক্টটি কিভাবে আঠারো মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করেন।

ঋষ্যমুখে সিপিএমে সভা বানচাল

জিতেন্দ্রের বিরুদ্ধে গো ব্যাক স্লোগান, ধর্না

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর : সিপিআইএমের পথসভাকে কেন্দ্র করে ঋষ্যমুখে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সভা শুরু হওয়ার আগেই বিজেপি মণ্ডলের কর্মী ও সমর্থকেরা রাস্তায় বসে "জিতেন চৌধুরী গো ব্যাক" স্লোগান দিতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিপিআইএম নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত তাদের নির্ধারিত পথসভা বাতিল করেন

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ দুপুরে ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকার মতাই বাজারে সিপিআইএম-এর একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সভায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বের। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার আগেই ঋষ্যমুখ বিজেপি মণ্ডলের কর্মী ও সমর্থকেরা রাস্তায় বসে "জিতেন চৌধুরী গো ব্যাক" স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, রোজভ্যালি কেলেঙ্কারির টাকা ফেরত দিতে হবে এবং জনগণের সামনে সত্য প্রকাশ করতে হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিপিআইএম নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত তাদের নির্ধারিত পথসভা বাতিল করেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে।

টিবি রোগীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রি বিতরণ কর্মসূচিতে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর: ত্রিপুরাকে টিবিমুক্ত করতে সমাজের সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা দরকার। আজ সন্ধ্যায় আগরতলার সুকান্ত অডিটোরিয়ামে প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত-নিক্ষয় মিত্র অভিযানের অঙ্গ হিসেবে টিবি রোগীদের মধ্যে ফুড বাস্কেট বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে আগরতলা রোটারি ক্লাব এবং ন্যাশনাল হেলথ মিশন। আর্থিক সহায়তায় ছিল এনটিপিসি এবং নিপকো। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতে টিবি নির্মূলীকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই দরকার দেশব্যাপী বিশেষ অভিযান। ত্রিপুরা সরকারও এই লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। অনুষ্ঠানে রাজাপাল ২০০ জন টিবি রোগীপরিবারেরহাতেফুডবাস্কেট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা রোটারি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কিশলয় ঘোষ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, নিপকোর হেড অব পাওয়ার সাপ্লাই জিতেন্দ্রলাল দাস, এনএইচএম"র মেম্বার সেক্রেটারি ডা. নুপুর দেববর্মা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার।

পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দলদাসিত্ব থেকে বিরত থেকে সংবিধানিক শপথ বজায় রাখতে হবে : কংগ্রেস

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর : রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসক জোট এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও পুলিশকে ঢেকে রাখার, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার ও সাধারণ মানুষকে নিব্যাতন-নিব্যাতিতাব অনাকাঙ্ক্ষিত সহিংসতার অভিযোগ করে প্রদেশ কংগ্রেস গম্ভীর নিন্দা প্রকাশ করেছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন, প্রশাসন ও শাসকদলের একাংশের প্রতিকূল প্রভাবের কারণে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংসপ্রাপ্তির পথে এগোচ্ছে এবং সাধারণ জনজীবন বিপন্ন হচ্ছে।

তাঁর অভিযোগে, রাজ্যের উপরের স্তর থেকে নীচু পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তারা, পুলিশ কর্তারা ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অনৈতিকভাবে বেআইনি আচরণে নিজেদের ও পরিবারের আর্থিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে হস্তক্ষেপ ও সমর্থন বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে দেশবরেণ্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং বিশেষত নারীদের নিরাপত্তা ও ইজ্জত রক্ষা একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে বলে বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মজলিশপুরের ব্রহ্মাটিলা পাড়া এলাকায় ২২ অক্টোবর একটি দুর্যোগকর ঘটনা ঘটেছে: এক দরিদ্র অটোরিকশা চালকের শিশুকন্যাকে ঘরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারী পরিবারের ও স্থানীয় মহিলারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস জানায়, অভিযুক্তস্থানীয় বিজেপি যুব মোর্চার এক নেতাকে এখনো আটক করা হয়নি; বরং অভিযোগকারীর পরিবারকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ এবং অর্থের লোভ দেখানো হচ্ছে। দলটি অনতিবিলম্বে অভিযুক্তের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। পরে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, গত সাড়ে সাত বছরে রাজ্যে এমন রকমের বহু ঘটনায় পুলিশকর্মীদেরই আক্রমণের শিকার হতে দেখা গেছেকিছু ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা হামলার শিকার হওয়া সত্ত্বেও অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিশেষ করে ২৩ অক্টোবরের সরকার-প্রায়োজিত এক বন্ধ সফল করার ঘটনায়, শাসকদল সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রদেশ কংগ্রেস এটির তীব্র নিন্দা করেছে। এছাড়া, মোটামুটি সাম্প্রতিক সময়ে জেলা পর্যায়ে এস.পি., ওসি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের ওপর প্রকাশ্যভাবে হামলার কথাও দলটি তুলে ধরেছে।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, জোলাইবাড়ি, বক্সনগর, ঈশানপুর অঞ্চলে পরিচিত শাসকদলীয় কিছু দুষ্কৃতকারীরা কৃষকদের জমির ফলন ধ্বংস করেছে; বেলাবরের এক মৎস্যচাষীর পুকুরে বিষ ঢেলে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার মাছ ধ্বংস করার ঘটনাও তাদের অভিযোগ তালিকায় আছে। প্রদেশ কংগ্রেস দাবি করেছে, এসব ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হোক।

প্রদেশ কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে বলেছেপুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দলদাসিত্ব থেকে বিরত থেকে সংবিধানিক শপথ বজায় রেখে, নিজের উর্দির মর্যাদা রক্ষা করে গণতন্ত্র ও সাধারণ জনস্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। দলটি রাজ্যের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার জন্য সচেতন হতে আহ্বান জানিয়েছে।

এক সপ্তাহ যাবৎ নিখোঁজ স্কুলছাত্রী সাব্রুম থানা ঘেরাও করল গ্রামবাসী

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর : এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলেও নিখোঁজ স্কুলছাত্রী নন্দিতা ত্রিপুরার কোনো খোঁজ না পাওয়ায় বৈষ্ণবপুরের সাব্রুম থানার সামনে গ্রামবাসীর ক্ষোভ ফেটে পড়ল। অভিযোগ, পুলিশ এখন পর্যন্ত নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

জানা গিয়েছে, নন্দিতা ত্রিপুরা, সাব্রুম শহরের কমলাজোত এলাকার একজন নাবালিকা ছাত্রী, গত ১৯শে অক্টোবর ভাড়া বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। এর এক সপ্তাহ পেরিয়েও তার কোনো খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ ছাত্রীর পিতা অভিযোগ করেছেন, থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরও পুলিশ তাদের সন্তানের কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

আজ (২৫ অক্টোবর) সকালে নিখোঁজ নাবালিকার পিতা-মাতা এবং বৈষ্ণবপুরের এডিসি ভিলেজের স্থানীয় মানুষরা সাব্রুম থানায় এসে ঘেরাও করেন। তারা পুলিশের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট না হয়ে তাদের ক্রোধ এবং হতাশা প্রকাশ করেন। ঘেরাও চলাকালীন ঘটনায় নন্দিতার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুলিশ কর্মকর্তা এবং অভিযোগকারীরা জানান, তারা থানার ভিতরে প্রবেশ করলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা পাননি।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, এক সপ্তাহ ধরে থানার পক্ষ থেকে নিখোঁজ নাবালিকার খোঁজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তারা দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয় সমাজকর্মীরা জানান, এই ধরনের ঘটনা পুনরায় না ঘটার জন্য পুলিশি তৎপরতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। সাব্রুম থানার পক্ষ থেকে এখনও এই ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তারা অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং নিখোঁজ নাবালিকার সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক খোঁজখবর নিলেন প্রদ্যোত

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর : কমলপুরের ঘটনায় আহতদের শারীরিক খোঁজখবর নিতে জিবি হাসপাতালে গেলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। হাসপাতালে গিয়ে তিনি আহতদের সঙ্গে কথা বলেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আমি বিডিও অভিজিৎ মজুমদারের সঙ্গে গত বছর থেকে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ একজন কর্মকর্তা, যিনি গত বছর ত্রিপুরায় বন্যার সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ি এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন উপজাতি এলাকায় অনেক কিলোমিটার হেঁটেছি। প্রদ্যোত আরও বলেন, তিনি হাসপাতালে থাকাকালীন ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা এবং তার বড় ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা করেছেন এবং তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁর কথায়, যখন মানুষ সহিংসতার আশ্রয় নেয়, তখন সমগ্র রাজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি সব ধরনের সহিংসতা সম্পূর্ণরূপে নিন্দা জানাই।

সংগঠনের মান ও কর্মীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই বিজেপির প্রকৃত লক্ষ্য: মন্ত্রী বিকাশ

তেলিয়ামুড়া, ২৫ অক্টোবর : দলীয় সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং সংগঠনের মান ও কর্মীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই বিজেপির প্রকৃত লক্ষ্য এমনই বার্তা দিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা।

শনিবার সন্ধ্যায় আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ৪৩ মাইল এলাকায় মুঙ্গিয়াকামি বাজারে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে তিপ্রা মথা দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করা নবীন সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "বিজেপি কখনও শুধুমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির রাজনীতি করে না। দলের প্রকৃত শক্তি কর্মীদের নিবেদন ও জনকল্যাণে তাদের সক্রিয় ভূমিকার মধ্যে নিহিত।

দলের আদর্শ হলোপ্রত্যেক কর্মীর পাশে থাকা, তাদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে সহায়তা করা।"

তিনি এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের নানা সমস্যা ও চাহিদার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। মন্ত্রী বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন, "প্রত্যেক সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি।"

এদিন তিনি আরও আহ্বান জানান, আগামীকাল রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে সকল এলাকাবাসী যেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই সফর এলাকায় নতুন উদ্দীপনা ও আস্থার বার্তা এনে দেয়, বলেই মনে করছেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা।

রাজ্য সরকার এইচআইভি/এইডস রোগ প্রতিরোধে এবং নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে : ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ অক্টোবর: রাজ্য সরকার এইচআইভি/এইডস রোগ প্রতিরোধে এবং নেশামুক্ত রাজা গঠনে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। তবে এইচআইভি/এইডস রোগ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় আজ উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণে রাজ্যভিত্তিক রেড বান প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতায় এই রেড রান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই ব্রেড রান প্রতিযোগিতায় ১০ কিমি বালক বিভাগে এবং ১০ কিমি বালিকা বিভাগে রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, এনএসএস এবং বিভিন্ন এনজিও থেকে প্রায় ১৬০০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। পতাকা নেড়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিচ্চ রায় বলেন, আমরা চাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা এবং সামাজিক অবক্ষয় মুক্ত ত্রিপুরা। সেই লক্ষ্যে এইচআইভি/এইডস রোগের বিষয়ে আরও সচেতনতা গড়ে তোলার এবং বাল্যবিবাহ রোধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এ কাজ শুধু সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, এই সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান প্রজনোর যুবক-যুবতীদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যেই সম্প্রতি বিধানসভায় এইচআইভি/এইডস রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, শুধু নিজে রক্তদান করলেই হবেনা, অন্যদেরও রক্তদানে উৎসাহিত করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যের ৮টি জেলায় এই রেড রান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আজ আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। আগামী ৩০ অক্টোবর ডিমাপুরে ন্যাশনাল এইডস কন্টোল অগানাইজেশনের উদ্যোগে জাতীযস্তবে রেড রান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আজ যারা সেরা হবে তারা সেখানে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, এখন রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে এইচআইভি/এইডস-এর স্ক্রিনিং করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর (ডা) তপন মজুমদার, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা অঞ্জন দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডালং, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডা. বিনিতা চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যভিত্তিক এই রেড রান দৌড় প্রতিযোগিতা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানধিকারীকে যথাক্রমে ২০ হাজার, ১৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও চতুর্থ থেকে দশম পর্যন্ত বিজয়ী ৭ জন বালক ও ৭ জন বালিকাকে ৫ হাজার টাকা করে সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas